

# ঝরাপাতা

ঝরাপাতা  
ড. শ্যামল হোসেন

ঝরাপাতা

ড. শ্যামল হোসেন

=====

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| প্রকাশক         | : শিবু ওঝা                                                   |
| প্রকাশনায়      | : সপ্তর্ষি<br>৩৭/১ খাঁন প্লাজা (৩য় তলা)<br>বাংলাবাজার, ঢাকা |
| ফোন             | : ০১৭১৪-২২৫৫২০                                               |
| ইমেইল           | : Shibuvgeo@gmail.com                                        |
| প্রথম প্রকাশ    | : ফেব্রুয়ারি ২০২৬                                           |
| স্বত্ব          | : লেখক                                                       |
| প্রচ্ছদ         | : রিজওয়ান আরেফিন                                            |
| বর্ণবিন্যাস     | : সপ্তর্ষি কম্পিউটার্স বিভাগ                                 |
| অনলাইন পরিবেশক: | ♣ Rokomari.com<br>♣ Saptarshi Prokashon<br>♣ Nobodharabd.com |
| মুদ্রণ          | : সপ্তর্ষি প্রিন্ট এন্ড প্রেস, ঢাকা-১১০০                     |
| মূল্য           | : ০০০.০০ টাকা মাত্র                                          |

== By ==

**Published By Saptarshi**

Price : 000.00 USD \$. 5.00

ISBN 978-984-==



## উৎসর্গ

আমার প্রিয়তম বান্ধবী  
ও  
সহধর্মিনী লুবনা আহমেদকে

## সৃষ্টিপত্র

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| ভালোবাসা ॥ ০৯         | ১০ ॥ আগুন                |
| ভালো লাগে না ॥ ১১     | ১২ ॥ সৃষ্টি              |
| আত্মোপলব্ধি ॥ ১৩      | ১৪ ॥ বিধাতার বিধান       |
| অনুভূতি ॥ ১৫          | ১৬ ॥ রাজেশ্বরী           |
| জীবন সূত্র ॥ ১৭       | ১৮ ॥ মোহমায়া            |
| স্বর্ণময়ী ॥ ১৯       | ২০ ॥ মন ভেলা             |
| নির্মম যাতনা ॥ ২১     | ২২ ॥ রঙ্গরস              |
| তবে প্রলয় আসুক ॥ ২৩  | ২৪ ॥ নিয়তির লিখন        |
| বেদনা ॥ ২৫            | ২৬ ॥ জীবনের তাৎপর্য      |
| প্রার্থনা ॥ ২৭        | ২৮ ॥ যৌবন                |
| কামনার বিদ্রোহ ॥ ২৯   | ৩০ ॥ আমানত               |
| অমরা ॥ ৩১             | ৩২ ॥ মায়াবিনী           |
| মাটির প্রদীপ ॥ ৩৩     | ৩৪ ॥ ঝরাপাতা             |
| মনময়ুরী ॥ ৩৫         | ৩৬ ॥ বৈচিত্র্যময় পৃথিবী |
| মৌনব্রতী ॥ ৩৭         | ৩৮ ॥ পাশবিক শক্তি        |
| মোহ ॥ ৩৯              | ৪০ ॥ মহাজাগতিক সত্তা     |
| যদি তুমি ॥ ৪১         | ৪২ ॥ কালো মেঘ            |
| শ্মশান ॥ ৪৩           | ৪৪ ॥ বনবিহঙ্গ            |
| প্রতিজীব ॥ ৪৫         | ৪৬ ॥ স্বপন               |
| আর্তনাদ ॥ ৪৭          | ৪৮ ॥ বাঁধন খুলে যাই      |
| দৃঢ় প্রত্যয় ॥ ৪৯    | ৫০ ॥ রূপালি রাত          |
| শান্তির বারতা ॥ ৫১    | ৫২ ॥ নীলপদ্ম             |
| ফাগুন ॥ ৫৩            | ৫৪ ॥ সমুদ্র সৈকত         |
| মাতৃভূমি ॥ ৫৬         | ৫৭ ॥ শেষ বসন্ত           |
| তপ্ত বালুকা ॥ ৫৮      | ৫৯ ॥ অমানুষ              |
| অপার্থিব অঙ্গুরী ॥ ৬০ | ৬১ ॥ বিরহী পাপিয়া       |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| আনন্দ কলতান ॥ ৬২     | ৩৬ ॥ চন্দ্রপ্রভা  |
| কবিতা ভান্ডার ॥ ৬৪   | ৬৫ ॥ প্রার্থনা    |
| সুবহানাল্লাহ ॥ ৬৬    | ৬৭ ॥ প্রবাদপুরুষ  |
| প্রকৃতি ॥ ৬৮         | ৬৯ ॥ ত্রোমোজোম    |
| মহাঅরণ্য ॥ ৭০        | ৭১ ॥ ঝরাপাতা      |
| স্বপন তরি ॥ ৭২       | ৭৩ ॥ নির্ঘুম রাত  |
| শাস্ত্রত সুন্দর ॥ ৭৪ | ৭৫ ॥ আত্মঅহংকার   |
| অন্তর্দহন ॥ ৭৬       | ৭৭ ॥ মায়াবী নয়ন |
| অসুর ॥ ৭৮            | ৭৯ ॥ জ্ঞানের মালা |
| ভুল ॥ ৮০             | ৮১ ॥ ভাঙা তরি     |
| পিপাসার্ত চাতক ॥ ৮২  | ৮৩ ॥ মন           |
| বিধির লিখন ॥ ৮৪      | ৮৫ ॥ মেঘ          |
| অভিসার ॥ ৮৬          | ৮৭ ॥ মৃত্যু       |
| স্বাধীনতা ॥ ৮৮       | ৮৯ ॥ প্রবতারা     |
| রূপান্তর ॥ ৯০        | ৯১ ॥ কবরী         |
| আঁধার ॥ ৯২           | ৯৩ ॥ পূর্ণশশী     |
| অগাধ অমাবস্যা ॥ ৯৪   |                   |

## অনু কবিতা ৯৫-৯৬

## ভালোবাসা

ভালোবাসা একটি জীবন্ত সত্তা  
সময়ের প্রবাহে এর বিবর্তন হয়  
একে সুশোভিত রাখতে পরিচর্যার প্রয়োজন হয়  
অবহেলায় সে মরে যায় বা হারিয়ে যায়।  
ভালোবাসা খরস্রোতা নদীর মতো  
গুরুতে চঞ্চল চপল বালিকা।  
জীবনের চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে  
নানা বাঁকে নানা স্মৃতি বুকে লয়ে  
মোহনায় এসে সে প্রশান্ত গোধূলি বেলা।  
কখনো ঝড় আসে, কখনো আগুন  
ভালোবাসা ভেঙে যায়, পুড়ে যায়  
নিয়তির খেয়ালে মনমন্দির ধ্বসে পড়ে  
বিস্তীর্ণ সবুজ মরুভূমির ধূসরতায় মিশে  
হতেই পারে, জীবনের ধর্মই এমন  
কখনো দেখায় স্বপন, কখনো বাস্তবে এনে করে দহন।

ডাবলিন, ৬/১/২০২৬

## আগুন

তুমি আমার চোখে মুখে  
এমন আগুন জ্বালিয়েছ যে  
ওরা রাতের আকাশে তাঁরা হয়ে জ্বলে।  
আমি দিগ্ভ্রান্ত হয়ে মরুভূমির পথে পথে  
গন্তব্যহীন পিপাসার্ত চলি।  
তুমি কখনো কাছে এলে মনে হয়  
চৈত্রের ভরদুপুরের সূর্য ঠিক আমার মাথার উপর  
আমি প্রতিনিয়ত পুড়তে থাকি।  
তোমার রূপে আমি দাবানল দেখেছি  
দেখেছি জলোচ্ছ্বাস।  
তুমি অনেক সুন্দর বটে  
তবে সাক্ষাৎ সর্বনাশ।  
মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আমি  
পিপীলিকার মতো তোমার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ি  
তুমি আগ্নেয়গিরির লাভা হয়ে  
আমার ফসলের মাঠ যাও মাড়িয়ে।  
আমি জানি তুমি বিষধর সর্পিণী  
তোমার বিষ আমার কাছে অমৃত লাগে  
তোমার আঁচড়ে আমার মনে উন্মাদনা জাগে।  
আমার ব্যথাতুর সত্তায়  
তোমার আঘাত আমাকে বাঁচিয়ে তোলে  
আমি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব যাই ভুলে।

ডাবলিন, ২৯/১২/২০২৫

## ভালো লাগে না

ভালো লাগে না নির্মমতা  
ভালো লাগে না ধর্মান্বিতা  
ধর্মের নামে মানুষ পুড়িয়ে মারা ।  
ভালো লাগে না অসহিষ্ণুতা  
ভালো লাগে না সাম্প্রদায়িকতা  
ভালো লাগে না সংস্কৃতিহীনতা  
ভালো লাগে না অমানবিকতা  
ভালো লাগে না পরাধীনতা  
ভালো লাগে না নারীর পায়ে শৃঙ্খল  
শ্রেণিবৈষম্য ও দারিদ্র্যতা ।  
ভালো লাগে না প্রতারণা  
ভালো লাগে না প্রেমহীনতা  
ভালো লাগে না অনাচার, অবিচার  
গুরুজনের অপমান ।  
ভালো লাগে না অশান্তি, সন্ত্রাস  
ভালো লাগে না গুম খুন  
নিত্য অরাজকতা  
ভালো লাগে না মত প্রকাশে বাধা  
ভালো লাগে না অথর্ব তোষণনীতি  
ভালো লাগে না হত্যার রাজনীতি ।

ডাবলিন, ২৬/১২/২০২৫

## সৃষ্টি

কোথা হতে সুন্দর পৃথিবী এলো?  
কেমন করেইবা সৌরজগৎ তৈরি হলো?  
সাড়ে তেরো বিলিয়ন বছর আগে মহাবিশ্ব জন্ম নিলো  
তবে পৃথিবী কেন তার নয় বিলিয়ন বছর পরে হলো?  
পৃথিবী যদি এলো, তবে জীবের আগমন হতে কেন  
আরও এক বিলিয়ন বছর লাগল?  
জীব যদি এলো, তবে মানুষ কেন তার তিন বিলিয়ন বছর পরে এলো?  
কার জন্য এত দীর্ঘ প্রতীক্ষা?  
মানুষ নিশ্চয়ই সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু না ।  
যে মানুষ আজ পৃথিবীতে বিচরণ করে  
তার অনেক পরমাণুর সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীরও জন্মের আগে ।  
যে পানিতে জীবের উদ্ভব, যাতে পৃথিবী ডুবে আছে  
সে পানির সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর আগে  
পৃথিবী হতে অনেক দূরে, কোনো ধূমকেতুর পুচ্ছে ।  
ভাবতে পারি না, আজ হতে এক বিলিয়ন বছর পরে কি হবে,  
মানুষ কি তখনও রবে?  
চৈতন্য কি নশ্বর না-কি অবিনশ্বর? তবে  
মরণের পরে চৈতণ্যের কি হবে?  
সাড়ে তেরো বিলিয়ন বছরের পরিক্রমায়  
মাত্র তিনশো বছর আগে মানবচৈতন্য এলো ধরায় ।  
প্রশ্ন জাগে মনে, এই দীর্ঘ যাত্রার সম্মুখলক কে?  
আক্ষেপ করি প্রভু, যদি আরেকটু জ্ঞান দিতে  
যদি আরেকটু রহস্য দিতে খুলে ।  
তোমার জ্ঞানের ভুবনে, বিচরণ করতে আমার ভালো লাগে ।

ডাবলিন, ৮/১২/২০২৫

## আত্মোপলব্ধি

ভালো লাগে চাঁদের আলো  
ভালো লাগে নিঃশব্দ রাত  
ভালো লাগে শীতের হিমেল হাওয়া  
ভালো লাগে সোনালি ঝরাপাতা  
ফসলের ধুঁ-ধুঁ মাঠ, মেঘেদের গুঞ্জন  
ভালো লাগে নিজের সাথে নিজের আলাপন।  
ভালো লাগে এলোমেলো ভাবনা  
বিস্তীর্ণ আকাশ, তারাদের মিটি হাসি  
কাননের অজস্র পুষ্পরাশি  
ভালো লাগে কুয়াশার প্রলেপ  
সুদূর অতীতের মিটে যাওয়া আক্ষেপ।  
ভালো লাগে শিশিরসিক্ত ঘাস  
নির্বিকার দীর্ঘশ্বাস, আত্মোপলব্ধির প্রয়াস  
ভালো লাগে মনের গহিনের অজানা সুর  
স্মৃতির পাতা বেদনা বিধুর  
ভালো লাগে বিহঙ্গের কলতান সুমধুর।  
ভালো লাগে অসীমের হাতছানি  
ভালো লাগে অনুভূতির উৎসব, এক চলতে উষ্ণতা  
ভালো লাগে আলো-আঁধারির খেলা  
ভালো লাগে নিভূতে পথ চলা, নিখাঁদ মৌনতা  
ভালো লাগে অপার্থিবে হারিয়ে যাওয়া।

ডাবলিন, ৪/১২/২০২৫

## বিধাতার বিধান

উন্মাদনায় কি শান্তি আছে  
তবে কেন ছুট উন্মাদনার পিছে  
রক্তের দাগ কেন তোমার এত ভালো লাগে?  
কেন মানুষকে লাথি মেরে  
তোমার বিজয় নিশান উড়ে?  
কেন মানুষকে পানিতে ফেলে  
তুমি পাথর মার ছুড়ে?  
হিংসা পৃথিবীতে কবে  
কোথায় মঙ্গল এনেছে?  
সমস্ত ধর্ম তাই, শান্তির বার্তা এনেছে।  
জেনে রেখো তুমি হে মূর্খ  
ভিন্নমত বিধাতার বিধান।  
পৃথিবীতে তিনিই ভিন্নমত চান।  
হাজার রঙে তিনি তাই  
পার্থিব বাগান সাজান।  
আর যদি অন্য কোনো মত না থাকে  
তবে নিজেদের মধ্যেই মারামারি হবে  
সেখানে থেকে অনেক মতের সৃষ্টি হবে।  
তাই ভিন্নমতের আবির্ভাব  
বন্ধ করা অসম্ভব।  
তবে মিছে কেন এত মারামারি  
অর্থহীন আত্ননাদ, আহাজারি?  
সব সংঘাত ভুলে  
মানবতার মশাল নাও তুলে।  
মানবতার আলোয় দিগন্ত উজ্জ্বলিত কর  
ভালোবাসায় একে অন্যের হাত ধর।  
একে অন্যকে জানতে চেষ্টা কর  
সম্প্রীতির কাননে সহাবস্থান কর  
এতে তোমার মন শান্ত হবে  
জরা, ধ্বংস, দুঃখ দারিদ্র সব দূর হবে।  
ডাবলিন, ১/১২/২০২৫

## অনুভূতি

কেন যে এই আসা-যাওয়া  
কেন যে মিছে পথ চলা, ভেবে পাই না।  
অলীক স্বপ্নগুলো একদিন  
বিফল হবে। শুধু তুচ্ছ কিছু স্মৃতি রবে।  
হাজার প্রশ্ন মাথায় নিয়ে  
অন্ধকারে যাওয়া হবে।  
এই যে চৈতন্য, এই যে প্রেমানুভূতি  
রাগ, ক্রোধ, বিরক্তি  
সবই কি চলে যাবে?  
শুধু সুখ অথবা দুঃখানুভূতি  
নিতান্তই কম নয় কি?  
একটা অনুভূতি দিয়ে  
কেমনে অন্তহীন সময় কাটবে?  
একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়ের তরে  
সামান্য কিছু পাপের জন্যে  
অনন্তকাল অগ্নিষাপন কেন হবে?  
যদি সমীকরণে জীবন চলে  
তবে কেন লোকে পাপ-পুণ্য বলে?

ডাবলিন, ২৭/১১/২০২৫

## রাজেশ্বরী

সেদিন পূর্ণিমার রাতে  
নীরবে নিভতে তুমি এসেছিলে  
আমার ফুলবনে।  
চাঁদের আলো তোমার চিবুকে সাগরের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছিল  
প্রবল আবেগে।  
তুমি এসেছিলে নীল শাড়ি পরে  
মৃদু হাসিয়া তোমার আঁচল গিয়েছিল উড়ে  
একা বিহঙ্গ বকুলের ডালে বসে  
গেয়েছিল প্রেমের গান মোহন সুরে।  
তোমার পায়ের স্পর্শ পেয়ে  
ধন্য হয়েছিল শিউলিরাশি।  
তোমার সগৌরব উপস্থিতি  
কম্পন জাগিয়েছিল পাতায় পাতায়।  
চারিদিকে শুনেছিলাম শুধু তোমার জয়ধ্বনি  
যেন জীর্ণকুটিরে এসেছিল দীপ্তিময়ী রাজেশ্বরী।  
তুমি অপার্থিব রূপমাধুরী দিয়ে  
ঘুমন্ত চরাচর জাগিয়েছিলে।  
তোমার আবেশে মিটিমিটি তাঁরা  
চৈত্রের দুপুরের সূর্য হয়ে জ্বলে উঠেছিল।  
তুমি এলে, পাশে বসলে, একটু হাসলে  
আমি ভেসে গেলাম প্লাবনের জলে।

ডাবলিন, ২৫/১১/২০২৫

## জীবন সূত্র

স্নায়ুতন্ত্রে তরঙ্গ খেলে  
চুপিচুপি কথা বলে  
আমায় কিছু না বলে  
আমার জীবন চালন করে।  
ভাবি আমি মস্ত জ্ঞানী  
কতরকম সূত্র জানি  
আমার জীবন গড়ব আমি  
কীসের কি অন্তর্যামী।  
খোদা বলে ওরে বোকা  
আপনারে দিচ্ছ ধোঁকা  
তুমি কিছুই করো না যে  
সবই লিখা কোষের মাঝে।

ডাবলিন, ১৮/১১/২০২৫

## মোহমায়া

প্রভু ক্ষমা কর আমারে  
আমি গুনি নি তোমারে  
আলো ছেড়ে আমি, গিয়েছি আঁধারে।  
মোহমায়ায় অন্ধ হয়ে  
দাঁড়িয়ে আছি, খাঁদের ধারে  
হালকা একটা হাওয়া এলে  
গিরিখাতে যাব পড়ে।  
পড়ছি নুয়ে পাপের ভারে  
নিত্য আমার বিবেক হারে  
কি নিয়ে যাব পরপারে  
শঙ্কা আমায় ঘিরে ধরে।

ডাবলিন, ১৭/১১/২০২৫

## স্বর্ণময়ী

তুমি সন্তর্পণে এসো, ভরা পুষ্পবনে  
তুমি চিৎকার করে এসো, প্রতিবাদী মিছিলে  
তুমি স্বর্ণময়ী হয়ে এসো, সোনালি দুপুরে  
তুমি ফুলকলি হয়ে এসো, ভ্রমরের গুঞ্জে।  
আমি তোমাকে চাই, গোধূলি লগনে  
আমি তোমাকে চাই, স্বপনে ও জাগরণে  
আমি তোমাকে চাই, অনিন্দ্য নির্বাণে  
আমি তোমাকে চাই, আমার শেষ ক্ষণে।  
তুমি রাজেশ্বরী হয়ে এসো রাজসিংহাসনে  
তুমি সুগন্ধি হয়ে এসো, দক্ষিণা সমীরণে  
তুমি অপরাজিতা হয়ে এসো, অস্তিত্বের রণে  
তুমি প্রেমসুধা হয়ে এসো, তৃষিত মনে।

ডাবলিন, ৭/১১/২০২৫

## মন ভেলা

ভাসিয়ে দিয়েছি মন ভেলা আমার যমুনার জলে  
সে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে ভীড়বে তোমার কূলে।  
ভালো লাগে যদি বেঁধে নিও তব মোহন আঁচলে।  
সাজিয়ে দিও তুমি তারে তোমার খোঁপার ফুলে।  
গাহিও গান আপনমনে নতুন কোনো তালে  
জড়িয়ে নিও তারে তুমি প্রেমমায়ার জালে।  
তোমার হাসির পরশ যদি লাগে আমার পালে  
ভেলা মোর অনায়াসে চলবে স্রোতের প্রতিকূলে।  
তোমার কানের দুলের তালে আমার ভেলা দোলে  
তোমার চোখের জাদুর ছোঁয়ায় হৃদয় পাখা মেলে।  
অবহেলায় যদি তুমি তারে দাও দূরে ঠেলে  
চলে যাব দুর্গম দ্বীপে সমাজ সংসার ফেলে।

ডাবলিন, ৮/১১/২০২৫

## নির্মম যাতনা

পুষ্পদল অন্ধকারে নীরবে ঝরে পড়ে  
সজীব প্রকৃতি ধূসর হয়ে যায়।  
হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়, অস্থিরতায় ছটফট করে মন।  
বনে আগুন লাগে, ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় চারিদিক।  
বারিধারা নিত্য বহমান, আঁখির দুকূল ভাসে।  
অসহায় চকোর অমাবস্যার কালো গহ্বরে  
নিভৃতে ঘাপটি মেরে থাকে।  
সময়ের পাগলা ঘোড়া পা ভেঙে  
স্থবির ছবির মতো দেওয়ালে ঝুলে।  
সেই কবে তোমাকে দেখেছি পদ্মপুকুর পাড়ে  
স্মৃতিগুলো ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে হয়ে যায়।  
একটা আর্তনাদ বুকের গভীরে  
আগ্নেয়গিরির লাভার মতো আটকে আছে।  
লাইব্রেরির বইয়ের পাতাগুলো নিরক্ষর  
ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে।  
ডাছকী সারারাত প্রিয়তমকে ডাকে।  
চেনাপথগুলো অচেনা হয়ে যায়  
দিগন্ত কালোমেঘে ছেয়ে যায়।  
একটা সরীসৃপ প্রতিরাতে  
স্বপ্নের মেঠোপথে আমাকে তাড়া করে ফিরে।  
বজ্রপাতের আঘাতে তছনছ হয়ে যায় আমার প্রাসাদ  
কখনো ভাবি আমি উন্মাদ। আমার ক্ষুদ্রতা, আমার অক্ষমতা আমাকে  
ঘুমাতে দেয় না।  
এই নির্মম যাতনা আর প্রাণে সয় না।  
যে দেবীর সৌন্দর্যে বিমোহিত থেকেছি আজীবন  
আজ সে অভিসারে যায় কুৎসিত দানবের সনে।

ডাবলিন, ১/১১/২০২৫

## রঙ্গরস

কি রঙ্গ দেখাইলা রঙ্গিলারে  
যতই দেখি রঙ্গ, নেশা আরও বাড়ে।  
রঙ্গ রসে ভরা কলস উপচিয়ে পড়ে  
চলনে বলনে রঙ্গ ঝরে ঝরে পড়ে।  
রঙের সাথে রং মিশিয়ে রংধনু আঁকে  
রঙ্গের চেউ তুলে ভরা নদীর বাঁকে।  
রঙ্গ আমি দেখেছি তোমার নীল নয়নের কোণে  
তোমার রঙে মন পাপিয়া স্বপ্নের জাল বুনে।  
রঙ্গের সুতায় বেঁধে আমায় বন্দি করেছ তুমি  
তোমার রঙ্গে ছেড়েছি আমি আপন বিরান ভূমি।  
কণ্ঠে তোমার রঙ্গরস নিত্য খেলা করে  
তোমার রঙ্গে আমার চিত্ত রঙ্গের সঙ্গে ভরে।  
মায়ার ভুবন গড়েছ তুমি রঙ্গ রস দিয়া  
সেই ভুবনে পথ হারিয়েছে আমার ছোটো হিয়া।  
সর্বাপেক্ষে রঙ্গ তোমার, তুমি রঙ্গের দেবী  
সর্বদিকে দেখি আমি তোমার প্রতিচ্ছবি।

ডাবলিন, ২৬/১০/২০২৫

## তবে প্রলয় আসুক

যদি আর দেখা না হয়  
যদি নীল আকাশে আর চাঁদ না উঠে  
যদি আর মাধবীলতায় ফুল না ফুটে  
যদি প্রত্যুষে আর সূর্য না উঠে  
যদি চলতে চলতে নদী হঠাৎ থেমে যায়  
যদি ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়  
যদি সাগরে আর ঢেউ না জাগে  
যদি জোয়ার-ভাটার খেলা থেমে যায়  
যদি পাখি আর গান না গায়  
যদি ভালোবাসা মন থেকে উড়ে যায়  
যদি ফুলের মালা আর কেউ না গাঁথে  
যদি আর কেউ স্বপ্ন না দেখে  
যদি আর বৃষ্টি না পড়ে  
যদি আর শিউলি না ঝরে  
যদি চোখ আর কথা না বলে  
যদি আর প্রদীপ না জ্বলে  
যদি আর কেউ নৃত্য না করে  
যদি বাতায়নে আর কেউ প্রতিক্ষা না করে  
যদি আর কেউ কারো হাত না ধরে  
যদি আর কেউ কথা না রাখে  
যদি আর কেউ কবিতা না লেখে  
যদি আর কখনো শিশির না জমে  
যদি সব বৃক্ষ ধূসর হয়ে যায়  
যদি রংধনুটা সাদা কালো হয়ে যায়  
যদি পৃথিবীর সব তুষার গলে জল হয়ে যায়  
যদি ময়ূরী আর পেখম না মেলে  
যদি দোলনচাঁপার গন্ধে দিগন্ত না ভাসে  
যদি সব জীবের চৈতন্য যায় মুছে  
যদি আর কেউ খোঁপা না বাঁধে  
তবে প্রলয় আসুক।

ডাবলিন, ১৩/১১/২০২৫

## নিয়তির লিখন

অনন্তকাল অপেক্ষার পরে  
তোমার দেখা পেয়েছিলাম পথের বাঁকে  
তুমি তো ফিরেই তাকালে না আমার দিকে  
আনমনে নির্বিকার হেঁটে চলে গেলে  
প্রেমের দেবতা তোমার মনে যাত্রা বিরতি করেনি  
অথচ আমার বুকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল চিতার অগ্নি  
আমি পুড়ে ছাই, অথচ তুমি তুষারে ঢাকা পাহাড়  
তোমার শীতলতায় পাছে আমার হোমাগ্নি নিভে যায়  
আমি তোমায় ছেড়ে চলে এলাম দূরে  
মনের কথামালা কিছুই না বলে  
আমার সাত রাজার ধন প্রেম মাণিক্য  
আমাকেই তো রক্ষা করতে হবে।  
হাজার বছরের পুরোনো আমি অনাদিকাল থেকে  
প্রেমানুভূতির আগ্নেয়গিরি চাপা দিয়ে বুকে  
মহাকালের নানা ক্ষণে সহসা সূর্যের মতো উদিত হই  
আমার বর্তমান সত্তার প্রেমে তুমি না পড়লেও  
আমার হাজার বছর পরের সত্তার প্রেমে তুমি পড়বেই।  
নিয়তির লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না, তুমিও পারবে না।

ডাবলিন, ১২/১০/২০২৫

## বেদনা

আগুনে মোর প্রাণ পুড়ে  
ধুলি হয়ে পবনে উড়ে।  
ক্রমশ প্রদীপ নিভে  
হৃদয় আঁধারে ডুবে।  
মোর তরণি ভিড়ে না তীরে  
অসীমে হারায় ধীরে ধীরে।  
বেদনায় মন নিত্য ঝুরে  
ঘন মেঘ উঁকি দেয় দূরে।  
স্বপনে স্বর্গ দেখেছি  
আশায় বুক বেঁধেছি।  
রাত জাগা মলিন ভোরে  
আমি গাহি করুণ সুরে।

ডাবলিন, ৮/১০/২০২৫

## জীবনের তাৎপর্য

কাজে কাজে বেলা গেল  
মানব জীবন সাঙ্গ হলো।  
মহামূল্যবান জীবনের প্রতিক্ষণ  
অকাজে ব্যস্ত সারাক্ষণ।  
মহাকাশকে বিলিয়ন বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে  
পৃথিবীর বুকে জীবনের ফুল ফুটাতে।  
প্রতিদিনের কাজের কি মূল্য আছে?  
মহামূল্যবান সময়ের কাছে।  
সময়ের ও প্রতিভার এমন অপচয় দেখে কষ্ট হয়  
মানব জীবন প্রতিদিনের তুচ্ছ কাজের জন্য নয়।  
জ্ঞান অন্বেষণ, ভালোবাসার আদান প্রদান  
শিল্পচর্চায় কিছু তাৎপর্য আছে।  
আরও কীভাবে এসময়কে ব্যবহার করা যায়  
আমার কবি হৃদয় খুব জানতে চায়।  
ঘাটে মাঠে কামলা খেটে  
মহাবিস্ময় মানব অন্ন জোগায় পেটে।  
এমন একদিন আসবে  
যখন মানুষ শুধু বিনোদনের জন্য কাজ করবে  
শুধু সুস্থ থাকার জন্য কাজ করবে।  
প্রয়োজনের জন্য নয়, আহারের জন্য নয়।  
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা করবে নিত্যদিনের কাজ  
মানুষ করবে সৃষ্টিশীল কাজ।

ডাবলিন, ৭/১০/২০২৫

## প্রার্থনা

প্রভু শান্তি দাও ধরায়  
দাও কল্যাণ, দাও দয়া, মায়া ও ভালোবাসা।  
যে চোখে জলিছে অগ্নিসম  
প্রখর স্বপ্ন, তারে পূর্ণতা দাও।  
যে হৃদয় কাঁপিছে ভয়ে  
তারে অসীম শক্তি দাও।  
প্রাণের মেলায়, মনের খেলায়  
সব মানুষে সমতা দাও।  
মন খুলে সব পাখিরে  
আপন সুরে গাইতে দাও।  
বলে দাও প্রভু সেই তোমারে  
সবার চাইতে ভালোবাসে  
যে মানব কল্যাণে সর্বাত্মে এগিয়ে আসে।  
ক্ষুদ্র মানবের তুচ্ছ প্রার্থনায়  
তোমার কি কিছু যায় আসে?  
মহাকালের মহাবিশ্বের বিশালতায়  
মানব সম্প্রদায় মহাসমুদ্রে বিন্দুপ্রায়।  
যত ধর্ম, যত দর্শন সবই তোমার অভিপ্রায়  
তোমার ইচ্ছাপূরণের দায়িত্ব আমার উপর বর্তায়।  
আমি যা বিশ্বাস করি, মানবের কল্যাণের তরে  
মানবের পায়ের কাছে রাখব যদি সে আঁকড়ে ধরে।

ডাবলিন, ৬/১০/২০২৫

## যৌবন

যৌবন যখন আসে দ্বারে  
মন হারায় স্বপ্নের ভিড়ে  
এত আবেগ, এত ভালোবাসা  
ভেবে পায় না সে, রাখে কোথা।  
নিশ্চিন্তি রাতে বাঁশির সুরে  
অস্থিরতায় সে ছটফট করে  
নিয়ে আসে পূর্ণিমার চাঁদ  
অসহনীয় যাতনার সওগাত।  
বৃষ্টির শব্দ মহাবিস্ফোরণ হয়ে  
হৃদয় ভেঙে চুরমার করে  
হেমন্তে কুয়াশার হাসি দেখে  
অন্তরে আগুনের ধোঁয়া উঠে।  
সন্ধ্যায় যখন মালতি ফুটে  
মনে তখন জলোচ্ছ্বাস উঠে  
নিভৃতে হাজার চোখের ভিড়ে  
একটি চোখে চোখ পড়ে।  
সেই চোখের গহীনে এত মায়া  
যেন তপ্ত বালুকায় বৃক্ষের ছায়া  
ফুলবনে কভু সংগোপনে  
আহা যদি দেখা হত তাহার সনে।

ডাবলিন, ১/১০/২০২৫

## কামনার বিদ্রোহ

আমি মনের সাথে কথা বলি  
ফুল বনে একলা চলি  
একা একা গান করি  
নীল আকাশে মেঘ হেরি ।  
মেঘের ভেলায় চড়ে  
যাই চলে দুরে  
পূর্ণতা আমায় করেছে আপন  
কামনার বিদ্রোহ করে দমন ।  
শুধু আহারের যাতনা  
করিতে পারিনি জয়  
আমি চাই না আর কিছুই  
নিতান্তই অব্যয় ।  
আমার সাধের সাগরে  
আর ঢেউ উঠে না  
বাসনার আঘাতে  
মনের কূল ভাগে না ।  
আমি সুখ সাগরে ভাসি  
আমার ভুবন সাজায় পদ্ম রাশি রাশি  
লোভ দুয়ারে এসে  
ব্যর্থ হয়ে সে শেষে  
অবনত শিরে দ্রুত লয়ে  
দূর নগরে যায় পালিয়ে ।

ডাবলিন, ১৬/৯/২০২৫

## আমানত

মানবতা আমার প্রভুর আমানত  
সর্ব অবস্থায় তাকে রক্ষা করতে হবে ।  
মানবকে ভালো না বেসে  
প্রশান্তি পেয়েছে কে কবে?  
হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর করতে হবে  
তবেই না খোদা হৃদয়ে আসবে ।  
হৃদয়ের ব্যাপ্তি অন্তহীন না হলে  
খোদার ঠাঁই সেথায় কি করে হবে?  
ধর্ম যাহোক, প্রভু সবাইকে করে পালন  
সবার মনের বাসনা তিনি করেন পূরণ ।  
যতদিন না সব মানুষের ঠাঁই তোমার মনে হবে  
ততদিন তোমার মনে অপূর্ণতা রয়ে যাবে ।  
দম্ভ ভরে তুমি কতদিন চলবে?  
দম্ভ তোমায় নরকেই নিবে ।  
যেইদিন তুমি দম্ভ ছাড়বে  
সেদিন তুমি সকল মানুষকে আপন করে নিবে ।

ডাবলিন, ১৩/৯/২০২৫

## অমরা

আমি হারিয়ে যেতে চাই অচেনা ভুবনে  
যেখানে খুঁজে পাব আমার আমিকে  
যেখানে থাকবে না কোনো সংশয়  
যেথায় নেই কোনো জয়-পরাজয়।  
সেভুবনে রবে চঞ্চলা নদী বহমান  
নিত্য পাখিরা আমায় শুনাবে গান  
কাননে ফুটিবে নানা ফুলের হাসি  
সরোবরে নাচিবে হাজার পদ্ম রাশি।  
আলোয় আলোয় ভরিবে বিষণ্ণ মন  
সাদা মেঘে ছেয়ে যাবে সমস্ত গগন  
কুটিরে বসে সকাল সাজে রব ধ্যানে মগন  
অমরার পথে পথে করিব নীরবে বিচরণ।  
যেখানে আমায় ঘিরে থাকবে পুস্তকের মেলা  
যেখানে অঙ্গনে প্রজাপতিরা করবে খেলা  
যেখানে বৃষ্টির আবেশে পাতায় পুলক জাগে  
যেখানে রাত্রির নীরবতায় মন শুধু শান্তি মাগে।

ডাবলিন, ৭/৯/২০২৫

## মায়াবিনী

স্বপনে এসো সুনয়না  
এসো সুনিবিড় সন্ধ্যায়  
তোমাতে হেরিয়া মায়াবিনী  
গোধূলির আকাশ রাঙে লজ্জায়।  
তুমি আকাশের নীলে  
মিশে থাক সংগোপনে।  
তুমি নদীর জলে  
তরঙ্গ হয়ে উঠ দোলে।  
তুমি আমার মনের বীণায়  
সুর হয়ে উঠ বেজে।  
তোমাতে হেরি আমি  
চাঁদের প্রতিচ্ছবি  
তুমি বসন্তের ফুল  
তোমার রঙে সাজাও আমার দুকূল।  
তোমাতে সঁপেছি প্রাণ আমার  
তোমাতেই আমার অন্তিম অন্ধকার।

ডাবলিন, ৩১/৮/২০২৫

## মাটির প্রদীপ

আমি আনন্দ সাগরে অবগাহন করি  
করি খেলা স্রোতের সনে  
বাতাসের তালে দোলে দোলে উঠি  
গাহি আপনমনে ।

আমার সক্ষ্যতা আকাশের সনে  
নিত্য হারাই মন ভুবনে  
হারিয়ে আমি সেই আমারে  
পাইয়ে খুঁজে নতুন করে  
জ্বলে আলো আমার শিরে  
আমার সময় চলে ধীরে  
ধীরে ধীরে সক্ষ্যা আসে  
দিঘির জলে পদ্ম ভাসে  
চাঁদের আলোয় রাত্রি জাগে  
ক্ষুধার্ত হৃদয় প্রেম মাগে  
আমি থাকি মাটির নীড়ে  
মাটির মাঝেই যাব ফিরে  
সব বাঁধন ছিন্ন করে  
তোমার দুটি হাত ধরে  
হেঁটে যাব তেপান্তরে  
অন্তরে প্রদীপ জ্বলে  
দেখব তোমায় নয়ন মেলে ।

ডাবলিন, ২৮/৮/২০২৫

## ঝরাপাতা

আহা ঝরাপাতা ঝরে যায়  
ঝড়ের তোড়ে উড়ে যায়  
কি ব্যথা বুকে লয়ে সে  
নীরবে নিভতে কেঁদে যায় ।  
তার মলিন বদন হেরি  
বুঝিতে পারি তার কষ্ট বেশ ভারী  
একদিন যে ছিল সবুজ সতেজ  
আজ সে ধূসর নিখর নিস্তেজ  
কত জৈবপ্রক্রিয়া ঘটেছে নিত্য সেথা  
আজ নিতান্তই জড় পদার্থ সে  
শীঘ্রই মাটিতে যাবে মিশে ।  
যে অণু-পরমাণু একদিন গড়েছিল তারে  
সেখানেই সে আবার যাচ্ছে ফিরে ।  
এভাবেই প্রকৃতি ধ্রুব রয়ে যায়  
রূপান্তরে কিছু স্মৃতি রেখে যায় ।

ডাবলিন, ১৬/৮/২০২৫

## মনময়ুরী

মম মনের ময়ুরী  
নাচ আপন তালে  
দিগন্ত জুড়িয়া  
পেখম মেলে।  
সেজেছে আকাশ  
মেঘে মেঘে  
বহিছে বাতাস  
প্রবল বেগে।  
পল্লব ঝরিছে  
তব পদতলে।  
নাচ আপন তালে..  
তোমার মাধুরী  
মনে প্রাণে  
মোহন সংগীত  
বাজে কানে।  
আবেশে চিত্ত  
উঠে উথলে।  
নাচ আপন তালে..

ডাবলিন, ১৩/৮/২০২৫

## বৈচিত্র্যময় পৃথিবী

দেখ মনের চক্ষু দিয়ে  
হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়ে।  
কিছু ফুল ফুটে গ্রীষ্মে, কিছু বসন্তে  
কিছু ফুল ফুটে শীতে, কিছু হেমন্তে।  
কিছু ফুল ফুটে পাহাড়ে, কিছু সমতলে  
কিছু ফুল ফুটে স্থলে, কিছু ফুটে জলে।  
কিছু ফুল ফুটে ট্রপিকাল অঞ্চলে  
আবার কিছু ফুল ফুটে টেম্পারেটে।  
কিছু ফুল ফুটে খুবই তাড়াতাড়ি  
কিছু ফুল সময় নিয়ে করে বাড়াবাড়ি।  
হাজার রঙের ফুল আছে, আছে হাজার আকার  
গন্ধের তীব্রতায় পার্থক্য আছে, আছে বিন্যাস হাজার।  
এত পার্থক্যের মাঝে একটি বিষয় স্থির  
পৃথিবীর সব ফুলই সুন্দর, সেরা সৃষ্টির।  
তেমনি মানব শিশু অনেক বৈচিত্র্যময়  
তারাও ফুটে আরম্ভরে, এলে আপন সময়।  
স্থান, কাল, পাত্র ভেদে মানবের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়  
সঠিক সময় ও স্থান পেলে সবাই সফল হয়।

ডাবলিন, ১২/৮/২০২৫

## মৌনব্রতী

চুপচাপ বৃক্ষরাশি যেন মৌনব্রতী  
আকাশে কিছু সাদা মেঘের আনাগোনা  
তার বুক ভেদ করে ঠিকরে পড়ে  
প্রখর সূর্যকিরণ ।  
সূর্যকিরণের আবেশে উজ্জ্বলিত হয় উদ্ভিদজগৎ  
হীরকের মতো চমকায় দিঘির জল  
আলোকের তীব্রতায় বধু টানে শাড়ির আঁচল ।  
কৃষক ব্যস্ত তার নিত্য কর্মে  
যদিও তাপের তীব্রতায় তার শরীর ঘামে  
নিকষকালো দেহে সূর্যের আলো জলকেলি করে ।  
খালের মাঝে ছোট দ্বীপে একগুচ্ছ কচ্ছপ মিলে  
একের উপর অন্যটা উঠে সম্প্রীতির স্তম্ভ গড়ে ।  
পুকুরের পাড়ের উপর সরু পথ ধরে  
একঝাঁক হাঁসের ছানা হেলেদুলে চলে ।  
হঠাৎ একটা পানকৌড়ি তীব্র বেগে এসে  
ছাঁ মেরে পুঁটি মাছ নিলো ঠোঁটের কোণে ।  
বৃষ্টির আর্তনাদে ধানের জমি গেল ফেটে  
বৃষ্টির আগমন জানাতে কোলা ব্যাঙ ডাকে ।

ডাবলিন, ১১/৮/২০২৫

## পাশবিক শক্তি

আমার প্রিয় সফেদ আইরিশ বন্ধুরা,  
কি হলো তোমাদের?  
আজ তোমাদের চোখে এত আগুন কেন?  
কেন তোমাদের হৃদয়ে রাগ করলো বাসা?  
কেন আজ বাদামি বর্ণের মানুষ দেখলে  
তোমার পাশবিক শক্তি জেগে উঠে?  
কোথাও একটা ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে  
আমরা তোমাদের অনিষ্ট চাই না  
আমরা গড়তে এসেছি, ভাঙতে আসিনি ।  
আমরা তোমাদের ভালোবেসে এসেছি ।  
সাদা পৃথিবী জুড়ে তোমাদের সুনাম  
তোমরা শান্তির জন্য ছুটে আস সবার আগে  
তোমরা মানবতার কল্যাণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড় ।  
পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের পাশে  
তোমাদের পতাকা উড়েছে প্রকট উচ্ছ্বাসে ।  
আমরা কত তোমাদের নিয়ে গর্ব করেছি!  
অন্যান্যদের কত নিন্দা করেছি!  
আজ তোমাদের কি হলো?  
তোমরাকি ভুলে গেলে আমাদের পথেই হেঁটেছ তোমরা দীর্ঘদিন?  
সাম্রাজ্যবাদীরা তোমাদের কত অপমান করেছে!  
কত অন্যায়, অনাচার তোমরা সয়েছ!  
ভেবেছিলাম আমরা একই পথের পথিক  
আমরা আমাদের দুঃখগুলো ভাগ করে নেব  
দুজনে একসাথে নব উদ্যোগে অন্যায় রুখে দিব ।  
আমার শক্তি, তোমার শক্তি মিলে  
মহাশক্তিতে রূপান্তরিত হবে ।  
কিন্তু হয়, অভাগা যদ্যপি চায়  
সাগর শুকিয়ে যায় । অমাবস্যা নেমে আসে  
তেজস্বী ভরা পূর্ণিমায় ।

ডাবলিন, ৯/৮/২০২৫

## মোহ

বিস্তীর্ণ আকাশের পানে চেয়ে থাকি  
মেঘেরা উড়ে বেড়ায় এলোমেলো  
সন্ধ্যার আকাশে ক্রমশ বসে অসংখ্য তারার মেলা  
নীড়ের পানে ছুটে চলে বিহঙ্গরাশি।  
রাত্রির কোমলতা অনুভব করি তোমার পরশে  
আমার দেহ নিস্তেজ হয়ে আসে অন্ধকারের ইশারায়  
তারারা আমাকে শুনায় ঘুমপাড়ানি গান।  
আমি মোহাবিষ্ট হয়ে হারিয়ে যাই স্বপ্নের অতলে  
সেখানে সহস্র পুষ্পমালার ভিড়ে  
মন শুধু তোমাকেই খুঁজে।  
তোমাকে না পেয়ে ব্যথাতুর হৃদয়  
পুষ্পকাননে লাগায় আগুন।  
আগুনের উত্তাপে জেগে দেখি  
আমার পাশেই শুয়ে আছ তুমি।

ডাবলিন, ৯/৮/২০২৫

## মহাজাগতিক সত্তা

মানব জীবন  
মানব জীবন এক অনন্য সৃষ্টি  
আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের মহামূল্যবান দৃষ্টি  
আমাদের দেহের রসায়ন, আমাদের শব্দশক্তি  
আমাদের মন, আমাদের চৈতন্য, আমাদের রিপু  
আমাদের ভালোবাসা, আমাদের দয়া  
নিঃসন্দেহে মহাজাগতিক মহাবিস্ময়।  
এই জীবনের বিশালত্ব তার সার্বজনীনত্বে নিহিত  
মানব দেহের অনেক পরমাণুর উৎস পার্থিব নয়  
মহাসমুদ্রের পানির উৎস পার্থিব নয়।  
মানব জীবন তাই মহাজাগতিক সত্তা।  
মানব জীবন যদি মহাজাগতিক হয় তবে  
মানব সভ্যতা কেন বিভক্ত হবে।  
কেন মানবে মানবে বিবাদ হবে  
কেন ক্ষুদ্র স্বার্থে জীবন ক্ষুদ্রতর হবে।

ডাবলিন, ২/৮/২০২৫

## যদি তুমি

(গান আঙ্গিকে লেখা)

তুমি যদি চাও  
আমি যাব চলে ।  
তুমি যদি চাও  
আমি দাঁড়াব সরে ।  
তুমি যদি চাও  
আমি যাব মরে ।  
তোমার জন্য আমি  
সব কিছু করতে পারি  
তোমার জন্য আমি  
সবকিছু সহিতে পারি  
তোমার জন্য আমি  
মহাসাগর দিব পাড়ি ।  
যদি তুমি বাঁধো  
আমায় বাহুডোরে  
যদি তুমি আস  
কোনো সোনালি ভোরে  
যদি তুমি নাও  
আমায় আপন করে ।  
জেনে রাখ প্রিয়  
আমি যাব মরে ।  
আমি যাব মরে ।  
তুমি যদি চাও  
আমি যাব চলে ।  
তুমি যদি চাও  
আমি দাঁড়াব সরে ।  
তুমি যদি চাও  
আমি যাব মরে ।

ডাবলিন, ১৫/৭/২০২৫

## কালো মেঘ

বৃষ্টি পড়ে তালে তালে  
হাওয়া লাগে ডালে ডালে  
মন উড়ে যায়রে ।  
এমন দিনে মন নাচে  
প্রিয়ার মিষ্টি হাসি যাচে  
ঘরে থাকা দায়রে ।  
দিঘির জলে জোয়ার উঠে  
চেউয়ের ছোঁয়ায় পদ্ম ফুটে  
প্রিয় ফিরে আয়রে ।  
হংসমিথুন পাখা মেলে  
সাঁতার কাটে হেলেদুলে  
আমি একা হায়রে ।  
আকাশ কোণে মাদল বাজে  
কালো মেঘে দিগন্ত সাজে  
বিজলি চমকায়রে ।  
প্রিয় যদি আসে ফিরে  
ভেবে পরান ভয়ে মরে  
খেয়া যদি না পায়রে ।

ডাবলিন, ১৫/৭/২০২৫

## শ্মশান

একদিন সকালে বাগানের ঝোপের আড়াল হতে  
বের হয়ে আসলো মা হংসী তার বাচ্চাদের সাথে ।  
আমি চা নিয়ে গিয়েছিলাম সেখা রোদ পোহাতে  
তাদের দেখে মন ভরল অটল খুশিতে ।  
তারা বাগানের এক কোণ হতে আরেক কোণে যায়  
পথিমধ্যে পোকামাকড় যা পায় তাই তারা খায় ।  
আনন্দেই কাটছিল তাদের দিনগুলো  
একটু একটু করে তারা বড়ো হচ্ছিল ।  
একদিন সন্ধ্যায় এক বার্চ গাছের ডালে  
দেখিলাম এক ঈগল বসে পাতার আড়ালে ।  
ভাবিনি কি হতে যাচ্ছে সেদিন  
পরদিন সকালে দেখি মা হংসী বেশ মলিন ।  
গুণে দেখে আমি নিখর হয়ে যাই  
হাঁসের বাচ্চা দেখি অর্ধেকের বেশি নাই ।  
তারপরের দিনও চলল একই নৃশংসতা  
মা হংসীর কোল জুড়ে সেদিন শুধুই শূন্যতা ।  
রক্তের দাগ লেগে ছিল বাগানের আনাচেকানাচে  
এমন শ্মশানে মা হংসী কেমন করে বাঁচে ।  
সারাদিন বাচ্চাদের সে খুঁজে হন্যে হয়ে  
তার আর্তনাদে মনে বিষাদ সিন্ধু যায় বয়ে ।  
তার কিছুদিন পর এক প্রভুঘে হেরি  
মা হংসীটাও চলে গেছে এই পৃথিবী ছাড়ি ।

ডাবলিন, ১২/৭/২০২৫

## বনবিহঙ্গ

আলোকোজ্জ্বল দিনে, মেঠোপথ ধরে  
হেঁটে যাও তুমি, নীরবে আনমনে ।  
আমি তোমায় দেখি, অবাক হয়ে ভাবি  
এত প্রভা কোথায় পেলে তুমি ।  
সূর্যের আলো তোমার পাশে  
ম্রিয়মাণ, কেমন ফ্যাকাশে লাগে ।  
হাস্যোজ্জ্বল বনফুলেরা মিলে  
তোমার চরণে গড়িয়ে পড়ে ।  
একটা বিহঙ্গ তোমার আগমনে  
আনন্দ আবেশে নবসুর তোলে ।  
সহসা একটা দমকা বাতাস এসে  
দোলা দিয়ে যায় তোমার কালো কেশে ।  
তোমার ছায়া যখন দিঘির জলে পড়ে  
কম্পিত জল অনুরাগের প্রচণ্ডতায় মরে ।  
তোমার সুরভি মেশে উত্তপ্ত বাতাসে  
একরাশ প্রজাপতি উড়ে তোমার চারপাশে ।  
তোমার যাদুতে যেমন আমার হিয়া দোলে  
তোমার পরশে প্রকৃতি রঙিন পাখা মেলে ।

ডাবলিন, ৯/৭/২০২৫

## প্রতিজীব

ভাবি মনে মনে  
অন্তহীন মহাবিশ্বে  
হয়তো আমরা একা নই।  
এত গ্রহ তারার ভিড়ে  
কেন জীব জন্মে  
শুধু পৃথিবীকে ঘিরে।  
এত ছায়াপথ, এত নীহারিকা  
এত আলো, এত কুহেলিকা  
এত উত্তাপ, এত শীতলতা  
এত ঘনত্ব, এত বিস্তীর্ণতা  
এত বিচিত্রতা কেন?  
চেতনাহীন এই বিশালতা নিরর্থক নয়কি?  
শক্তি ও পদার্থের অসীম অপচয় নয়কি?  
তবে মহামতি বিধাতা কেন এদের গড়লেন?  
তবে কি আমার চোখে যে জড়  
হয়তো সে নিষ্প্রাণ নয়।  
হয়তো জড় তার আপন বলয়ে  
একে অপরের সাথে কথা বলে।  
হয়তো সে হাসি আনন্দে  
আমাদেরই মতো আবেগে দোলে।  
হয়তো তার চোখে আমরা  
চলমান জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছু না।  
হয়তো আমাদের মতো  
আছে চলমান জড় শত শত।  
হয়তো কোনোদিন দেখা হবে  
হয়তো কোনোদিন কথা হবে  
হয়তো হবে একদিন অস্তিত্বের লড়াই।  
মহাবিশ্ব আমাদের প্রতিনিয়ত ভাবায়  
প্রতিজীবের দেখা পেতে রইলাম অপেক্ষায়।

ডাবলিন, ২/৭/২০২৫

## স্বপন

ভালো লাগে না কিছু  
তোমাকে ছাড়া, সখী ছেড়ে যেও না।  
প্রসারিত এ হাত ফেলে  
ভুল করে, অন্যের হাত ধরো না।  
ফুল বিছানো পথ ছেড়ে  
যাও কেন দূরে সরে  
ভুল বুঝে, কাঁটার পথে  
তুমি হেটো না।  
স্বপনে এসেছিলে  
স্বপন দিয়েছিলে  
নীরবে চুপিসারে, মন নিয়েছিলে  
মন দিলে না।

ডাবলিন, ২৬/৬/২০২৫

## আর্তনাদ

দানবের তাণ্ডবে ক্ষতবিক্ষত পেলেস্টাইন  
ক্ষুধার্ত শিশুর চিৎকার কারো কর্ণকুহরে ঢুকে না।  
মায়ের আর্তনাদ দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে  
ক্ষেপনাস্ত্রের আঘাতে ভাঙে বিধবা নারীর ঘর।  
বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আসে  
বিষাক্ত বাতাসে নিশ্বাস অপূর্ণ হয়ে যায়।  
বৃষ্টির মতো আকাশ হতে আগুন নামে  
পালাবার সব পথ অবরুদ্ধ।  
এতটুকু খাবারের জন্য যে দীর্ঘ সারি  
তার বুক ভেদ করে ছুটে চলে হায়েনার বুলেট।  
চোখের সামনে অমানুষ পদদলিত করে মানুষের মুখ  
সদ্যপ্রসূত শিশু চিরবিদায় নেয় অস্ত্রজেনের অভাবে  
অন্তসত্তা নারীর জরায়ু ছিন্ন করে বিস্ফোরকের সিগন্যাল  
মানুষ তথাপি নীরব, অমানুষ করে আনন্দনৃত্য।  
হায় আমরা সবাই, কতই না অসহায়  
পাশেপাশে পাশবিকতায়, আমরা মৌনপ্রায়।  
মিথ্যার এমন দাপট, কে কবে দেখেছে কোথায়?  
মিথ্যার হুংকারে সত্যব্যাহ্ন দ্রুত গর্তে লুকায়।  
বুকের মাঝে আগ্নেয়গিরির লাভা তোলপাড় করে  
কিন্তু অক্ষমতার পাহাড় তাকে চাপা দিয়ে রাখে।

ডাবলিন, ২৩/৬/২০২৫

## বাঁধন খুলে যাই

তারে আমার বলে আমার করে পেতে নাহি চাই  
তারে ছেড়ে দিয়ে, আপন করে, কভু যদি পাই।  
চাই না তারে আমার গৃহে মন যদি না পাই  
মনের ঘরে রাখব বলে, প্রদীপ জ্বলে যাই।  
তারে খাঁচায় ভরে বন্দি করে না রাখিতে চাই  
নতুন করে পাব বলে, সব বাঁধন খুলে যাই।  
জোর করে মিছে প্রেমের কোনো মূল্য নাই  
চাইয়ে তাহার আলোক শিখা, চাই না যে ছাই।  
আমি তাহার আনন্দহ্রদে সাঁতার কাটতে ছাই  
কভু যেন আমি তাহার বিষণ্ণতা দেখিতে না পাই।

ডাবলিন, ১৯/৬/২০২৫

## দৃঢ় প্রত্যয়

তোমার নয়নে দেখেছি নীলপদ্ম  
যাকে খুঁজেছি অগণিত রাতের অন্ধকারে  
নিশ্চুতি রাতের নিস্তব্ধতায়  
আমার একলা পথ চলায় ।  
আমি কামনা করেছি একটা পূর্ণিমার চাঁদ  
আমার অমানিশা আলোয় ভরে দেবে  
তার বাসনার টানে জোয়ার উঠবে  
আমার স্বপ্নের সমুদ্রে, প্লাবিত হবে  
আমার বিরান মরুভূমি ।  
আমি তোমার মুখে দেখেছি সে চাঁদের হাসি  
আমি আপনারে সঁপেছি তোমার হাতে  
আমার কাননে যত ফুল ফুটেছে  
আমার আকাশে যত তারা উদিত হয়েছে  
সবই তোমার বদৌলতে ।  
আজ হতে একুশ বছর আগে  
হাল ধরেছিলে আমার ভাঙা তরির  
দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ।  
সেই থেকে এই তরি  
অনেক সাগর দিয়েছে পাড়ি  
তোমার বিচক্ষণতায়, চলেছে সে অবলীলায় ।

ডাবলিন, ১৪/৬/২০২৫

## রূপালি রাত

যদি না আসো  
তবে একাই মালা গাঁথব  
চম্পা চামেলীর বনে  
প্রিয় একাই হাটব ।  
শিশির ভেজা হিমেল ভোরে  
এলে না মম বাহুডোরে  
দিলে না প্রেম তুমি  
মম আঁচল ভরে ।  
হাসিতে যদি না পারি, শুধুই কাঁদব ।  
জোছনা শোভিত রূপালি রাতে  
সাজালে না বাসর পদ্মপাতে  
বাসনার তরী ভাসে  
যমুনায় উলটো পথে ।  
ডুবতে যদি না পারি, শুধুই ভাসব ।।

ডাবলিন, ১২/৬/২০২৫

## শান্তির বারতা

ঈদ এলো ভাই  
মনের দরজা খোল তাই  
আসতে দাও ভালোবাসা  
ভুলে যাও সব হিংসা।  
জবাই কর ক্রোধ  
হয়ে যাও সুবোধ  
আলিঙ্গন কর মানবতা  
উড়াও শান্তির বারতা।  
ক্ষুদ্র এ জীবন  
বিশাল কর মন  
ক্ষুদ্র স্বার্থে হেথায়  
বিবাদ শোভা না পায়।  
যদি ভালোবাস সৃষ্টি  
মনে হবে বৃষ্টি  
আনন্দতরু বড়ো হবে  
অপার সুখে ভেসে যাবে।  
অন্তহীন পরলোকে  
থাকবে আনন্দলোকে  
যদি আপন হৃদয়ে  
অনিষ্টভাবনা না আসে।

ডাবলিন, ৭/৬/২০২৫

## নীলপদ্ম

একটা সুন্দর ভোরের জন্য  
হাজার রাত জেগেছিলাম।  
অন্ধকারের সাথে কত যুদ্ধ করেছি!  
কত কর্দমাক্ত পথ পাড়ি দিয়েছি!  
তার হিসেব কেউ রাখেনি।  
উষ্ণ এসে আমার বুক বিদীর্ণ করে দিয়েছে  
হৃদয়ে খরস্রোতা নদীর মতো রক্তপ্রবাহ হয়েছে।  
আমি চিৎকার করে কেঁদেছি।  
কেউ কর্ণপাত করেনি। আমাকে ধুলায় ফেলে অবহেলায় সকলে গিয়েছে  
অশুভের মিলন মেলায়।  
ক্লান্ত পরাজিত হয়ে যখন লুকালাম অরণ্যে  
আমার অশ্রুবিন্দু হতে ফুটল কয়েকটা নীলপদ্ম।  
সেই নীলপদ্মের বুক অজস্র দংশনের দাগ।  
পরাজয়ে পরাস্ত হয় না বীর।  
দংশনের দাগ তার কাছে গৌরবের নিশান।  
আপন সংকল্পে থাকব সদা অবিচল  
একদিন করবো জয় দুর্ভেদ্য হিমাচল।

ডাবলিন, ২/৬/২০২৫

## ফাগুন

ফুলবনে আর যাব না  
আমি মান করেছি।  
আমি জলে ডুবেছি  
আমি রণে হেরেছি  
আমি প্রেমে পড়েছি।  
সেই কবে আমার দ্বারে  
ফাগুন এসেছে  
সেই কবে মনের বনে  
মহুয়া ফুটেছে।  
মিছেই আমি বাতায়নে  
পথ চেয়েছি।  
আমি ভুল করেছি  
আমি পথ ভুলেছি  
আমি প্রেমে পড়েছি।  
কবরীতে বকুল শুকাল  
অভিমান শিউলি ঝরল  
তবু সে এলো না, মন দিল না।  
মিছেই আমি চাঁদের সনে  
রাত জেগেছি।  
আমি জলে ডুবেছি  
আমি রণে হেরেছি  
আমি প্রেমে পড়েছি।

ডাবলিন, ২৪/৫/২০২৫

## সমুদ্র সৈকত

সূর্যস্নাত দিনে, সমুদ্র সৈকতে  
তরঙ্গরা বালির বুকে  
নানা রকম আল্পনা আঁকে।  
বিহঙ্গরা উচ্ছ্বাসে, উড়ে বেড়ায় আকাশে  
খেলা করে নির্ভয়ে, দুরন্ত বাতাসের সাথে।  
আজ যেন সবার চোখে  
আনন্দের মেলা বসেছে  
শিশু, কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ  
সাগরপাড়ে ভিড় করেছে।  
খানিক পরে ভাটা পড়লে  
সাগরের বুকে চর জাগে  
সেই চরে ভোজনের তরে  
হাজার পাখি অবতরণ করে।  
একটা দুষ্ট কুকুর গিয়ে  
পাখিদের সমাবেশ পণ্ড করে  
ভয় পেয়ে দ্রুত উড়ে  
নামে দ্বীপের অন্যধারে।  
বালিয়ারির ঘাসের ফাঁকে  
সরু একটা পথের বাঁকে  
সূর্যের আলোর স্রোতে  
নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে  
রমণী হারায় নিজে  
প্রিয় শব্দাবলীর ভিড়ে।  
চরের বুকে বালি দিয়ে  
অনেক শিশু আপন মনে  
নানা রকম দুর্গ গড়ে।  
আবার যখন জোয়ার আসে  
মস্ত একটা ঢেউ এসে  
ভাসায় দুর্গ এক নিমেষে।

দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে  
বসে কোনো ভোজনালায়ে  
বাহারি স্বাদের স্রোতে  
রসনারা সাঁতার কাটে।  
ভোজন শেষে, তৃপ্ত মনে  
মৃদু স্বরে, গুনগুনিয়ে  
হৃদয় ফিরে আপন নীড়ে।

ডাবলিন, ২০/৫/২০২৫

## মাতৃভূমি

হৃদয়ে গভীর রক্তক্ষরণ অনুভব করি  
কারা যেন হরণ করেছে প্রিয় মাতৃভূমি।  
আমার মননে গেঁথে আছে যে জন্মভূমি  
আজ অনেক অচেনা লাগে সে প্রিয়ভূমি।  
কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি কেউ বলবে  
জাতীয় সংগীত গাওয়া বন্ধ করতে হবে।  
কখনো ভাবিনি আমার স্বদেশে  
রাজাকারেরা আসবে বীরের বেশে।  
কবে কেমন করে এমন দিন এলো  
আমার প্রাণের দেশ গোলাম আজমের হলো?  
কেমন করে বেগম সুফিয়া কামালের দেশে  
নারী অধিকারের কথা বললে অনেকে তেড়ে আসে।  
আমি ধিক্কার দেই তাকে, যে এইদিন ডেকে এনেছে  
জনমনে তীব্র ঘৃণার জন্ম দিয়েছে।  
এমন কেন করতে হবে নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে  
কাউকে পাওয়া যাবে না, যে লড়বে তোমার হয়ে।  
তুমি তো গেলে চলে, আমার হৃদয়ের দেশটা ফেলে  
আজ সেথায় ধর্মব্যবসায়ীরা গৌড়ামির মশাল জ্বালে।

ডাবলিন, ১২/৫/২০২৫

## শেষ বসন্ত

আঁধার রাতে, পবনের সাথে  
জোনাকির আলো জ্বলে  
প্রেমের পাখা মেলে  
চল না যাই উড়ে যাই।  
জীবনের অন্তে, শেষ বসন্তে  
বিরান ফুলবনে, নীরবে নির্জনে  
যেন তোমায় কাছে পাই।  
নূপুরের ছন্দে, প্রেমানন্দে  
তব বাহুডোরে, নয়নের নীড়ে  
প্রিয় দিও মোরে ঠাঁই।

ডাবলিন, ৮/৫/২০২৫

## তপ্ত বালুকা

তপ্ত বালুকায় হীরকের মতো রোদ চমকায়  
এক চিলতে সাদা মেঘ তুলার মতো উড়ে যায়।  
ক্লান্ত পথিক আশ্রয় নেয় বটবৃক্ষ তলে  
তার চিবুক হতে ঘামের মুজা টুপটাপ ঝরে।  
নদীটা শুকিয়ে চৌচির, পথচলা গেছে থেমে  
গরমে অস্থির কৃষক দিঘির জলে নামে।  
কে বলবে এই তো সেদিন নদীটা ছিল প্রবল  
আজ তার বুকে কৃষক ফলায় ফসল।  
একটা কুকুর শীতল হতে জিভ বের করে চলে  
বিড়ালটা খেয়ে দেয়ে ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে।  
গরম হাওয়ায় লাউয়ের ডগা লকলকিয়ে বাড়ে  
হাজার ফুলের মেলা বসেছে পদ্মপুকুর পাড়ে।  
ফসলের ফাঁকে, আঁকাবাঁকা পথে চলে গরুর গাড়ি  
ধুলা উড়িয়ে নতুন বধু যায় বাবার বাড়ি।  
মনের সুখে মোহন সুরে গারোয়ান গায় গান  
আয়েশে হেলান দিয়ে রূপসি খায় পান।

ডাবলিন, ২/৫/২৫

## অমানুষ

মস্তিষ্কের গহিনে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে  
চরাচর পুড়ে ছাই  
নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ আমি, কোথাও ঠাঁই নাই।  
অন্তরের অমরায় অভিশপ্ত শয়তান  
অনুপ্রবেশ করে ভাঙে তীর্থস্থান।  
এলোমেলো স্রোতের তোড়ে  
হৃদয়ের কিনারা ধসে পড়ে।  
হেরি মনের অস্বচ্ছ আয়নায়  
একটা অমানুষ বাঁশরি বাজায়।  
কখনো ভয়ে লুটিয়ে পড়ি  
কখনো উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করি।  
কখনো সাহস করে ঘুরে দাড়াই  
নিজের সবটুকু দিয়ে লড়াই করে যাই।  
আমি একটু গড়ি, অসুর ভাঙে বেশি  
আমার দুর্বলতা দেখে, তার পায় হাসি।  
এভাবে আমার নিত্য সংগ্রাম চলে  
একদিন তাকে হারাবই আমি আপন শক্তি বলে।

ডাবলিন, ২৭/৪/২০২৫

## অপার্থিব অঙ্গরী

তুমি এত সুন্দর কেন? বল হে সুন্দরী  
তোমায় যতই আমি হেরি, আমি নিঃসন্দেহে মরি।  
তুমি কি মানবী? না-কি অপার্থিব অঙ্গরী?  
তোমার চলনে, বলনে আছে মাধুরী  
খুবই চিত্তাকর্ষক তুমি, মম মনোহারী।  
তোমাকে নিয়ে যত আমি ভাবি  
ততই আমি গভীর সাগরে ডুবি  
এক পলকে শুধু তাকিয়ে থাকি  
কল্পনায় হাজারো ছবি আঁকি।  
কি রক্তিম তোমার প্রভা  
যেন পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্তের আভা  
তুমি আপন মনে চল হেলেদলে  
তোমারে খুঁজিতে ভ্রমর উড়ে ফুলে ফুলে।  
তোমার তুলনা শুধু তুমি  
তোমার পরশে সিক্ত মরুভূমি  
তুমি কি মরুদ্যান, না-কি মরীচিকা  
মনে হয় চিরচেনা, তবু কুহেলিকা।

ডাবলিন, ২৬/৪/২০২৫

## বিরহী পাপিয়া

আজি বরষায়, মনে পড়ে তোমায়  
মেঘের পাখা মেলে হৃদয় হারায়।  
সময়ের ধারা হায় ধীরে বয়ে যায়  
মনের চোখ পড়ে স্মৃতির পাতায়।  
দূরে কোথাও তমাল শাখায়  
বিরহী পাপিয়া কাঁদিয়া যায়।  
ঠাই হয়নি বলে তোমার মালায়  
বকুলেরা ঝরে পড়ে অবহেলায়।  
প্রেমপ্রদীপ জ্বলে মম তমসায়  
রাত্রি জাগি পিয়া তোমার আশায়  
বাসনার ফুল ফুটে বিরান হিয়ায়  
জোয়ার আসে ফিরে নীল যমুনায়ে।

ডাবলিন, ১৮/৪/২০২৫

## আনন্দ কলতান

আজি আনন্দ হেরি নীল গগনে  
আজি আনন্দ হেরি শান্ত পবনে।  
আজি আনন্দ হেরি ফুল কাননে  
আজি আনন্দ হেরি পাখির গানে।  
আহা এত আনন্দের মেলা কে বসিয়েছে  
আহা এত সুখ পরশ কে দিয়েছে?  
সূর্য তাপের পরশে মম দুঃখ গলে  
আনন্দে মন ভাসাতে আমি নামি জলে।  
এমন আনন্দময় দিনে কে থাকে ঘরে?  
আজি দেখিব আনন্দ ঢেউ সরোবরে।  
আজি নদী ছুটে আনন্দ কলতানে  
কিশোরী হারায় হৃদয় গীতবিতানে।  
আনন্দে আজি হংসমিথুন পাখা মেলে  
হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার গেল খুলে।  
জানিনা চরাচরে একি হলো?  
তবে কি দক্ষিণদ্বারে বসন্ত এলো?

ডাবলিন, ১৩/৪/২০২৫

## চন্দ্রপ্রভা

শুভ জন্মদিন হে সুন্দরী  
তোমার বদনে আমি চন্দ্রপ্রভা হেরি ।  
পলকে তোমার অলকে  
প্রকট বিজলি চমকে ।  
তোমার চরণের ছন্দে  
ময়ূরী নাচে আনন্দে ।  
ভ্রমর আত্মহারা হয়ে  
লুটিয়ে পড়ে তোমার পায়ে ।  
অধর কোণে তোমার  
উঠে প্রেমের জোয়ার ।  
কালো আঁখির তলদেশে  
মন হারায় নিমেষে ।  
হাসিতে বহে ঝরনাধারা  
হেরিয়া হৃদয় আত্মহারা ।

ডাবলিন, ১১/৪/২০২৫

## কবিতা ভান্ডার

আমি কবিতা ভান্ডারের কর্ণধার  
আমার আছে নানা কবিতার সমাহার ।  
প্রেমের কবিতা, বিদ্রোহের কবিতা, আছে সমাজ সংস্কার  
এই জীবনের নানা ক্ষেত্রে কবিতা লাগে না কার?  
কে বলে কবিতা বিক্রয়ের জন্য নয়  
চিত্রশিল্পী চিত্র বেচে, কবি কেন নয় ।  
কবিতাকে বাঁধাই করে সাজিয়ে রাখা যায়  
অনেকেই কবিতা দিয়ে বধূর মান ভাঙায় ।  
কবিতা দিয়ে প্রিয় রমণীর মন গলানো যায়  
যখন তখন সবার পক্ষে কবিতা লিখা দায় ।  
মনে পড়ে কৈশোরে কত স্বপ্ন দেখেছি  
মোক্ষম একটা কবিতা পাইনি বলে আক্ষেপ করেছি ।  
একখানা জ্বালাময়ী কবিতা দিয়ে আগুন জ্বালানো যায়  
সভা সমাবেশে অনায়াসে ঝড় তোলানো যায় ।  
আমরা নাপিত, কুমার, কামার সবার অনেক মূল্য দেই  
কারো কাছে কি তবে, কবির মূল্য নেই?  
মজা করার জন্যই আমার এত কিছু লিখা  
মূল্য দিলে কবির মনে লাগবে বড়ো ব্যথা ।

ডাবলিন, ৮/৪/২০২৫

## প্রার্থনা

স্বপ্নিল ভুবনে নতুন সঙ্গী নিয়ে  
বিরাজ আপনমনে নতুন আগিকে।  
নতুন তারা হয়ে উঠে জ্বলে নতুন দীপ্তি লয়ে  
হের কি দ্রুত বেগে সময়ের ধারা যায় বয়ে।  
সমুখে বিশাল ঢেউ, তারে এড়াতে পারেনি কেউ  
প্রেমবন্ধনের শক্তি দিয়ে, পরাস্ত করিবে তারে।  
অবারিত সুখ সরোবরে, ভাসিবে তাহার পরে  
জীবনের ভিত শক্ত হবে, ভাঙিবে না কোনো ঝড়ে।  
প্রিয় সঙ্গিনী যবে, পথের সাথি হবে  
পথের যেখানেই থাম, মঞ্জিল সেখানে পাবে।  
সহধর্মিণীর শক্তি এমন, পৃথিবীর জন্য সূর্য যেমন  
অপরিসীম উষ্ণতায়, জীবনের কানন সাজায়।  
আপন বধু আপনারে, অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে  
দুজনের প্রতিচ্ছবি আঁকে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।  
এই অমূল্য প্রতিচ্ছবি, সুন্দর স্বর্গাদপী  
কিছুই নাই তাহার তুল্য, অন্তহীন মহাবিশ্বব্যাপী।  
আজ এই শুভলগ্নে, দোয়া করি নিবিষ্টমনে  
খোদার সাহায্য যেন, সর্বদা থাকে তোমাদের সনে।

ডাবলিন, ১/৪/২০২৫

## সুবহানাল্লাহ

সুবহানাল্লাহ হে আমার রব  
সুনিপুণ হাতে তুমি বানিয়েছ সব।  
যতই আমি দেখি, শুধু তাকিয়ে থাকি  
মনের ভিতর এত প্রশ্ন কেমনে লুকিয়ে রাখি।  
মস্ত বড়ো পৃথিবীটা নিছক ধূলিকণা  
লক্ষ কোটি গ্রহের মাঝে একমাত্র জীবের ঠিকানা।  
রহস্যময় কালো গহবর মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে  
যার অভ্যন্তরে সময় ও স্থান নিয়ম হারিয়েছে।  
অতি ক্ষুদ্র এক ভাইরাসের ভয়ে  
সারা বিশ্ব তড়িত যায় লুকিয়ে।  
একটা কোষের ক্ষুদ্র সীমানায়  
হাজার বিক্রিয়া নিত্য ঘটে যায়।  
মহাদৈত্যসম নীহারিকার জঠরে  
অসংখ্য তারা জন্মলাভ করে।  
কেমন করে সবুজ বৃক্ষ আপন খাঁচা ভরে  
সূর্যের শক্তিকে রাখে বন্দি করে?  
কেমন করে নিউরনের দৈব সমন্বয়ে  
মানব মস্তিষ্ক জীবে চৈতন্য উদ্ভব করে।  
কেমন করে তুমি অনন্তিত্ব থেকে  
অস্তিত্বের সূচনা করলে?  
কেমন করে তুমি আলোর কণা দিয়ে  
সব পদার্থের প্রতিমা বানায়ে?  
কেমন করে মানুষ মরে গেলে  
তুমি জাগাবে আবার আলোর কণা করে?

ডাবলিন, ২৭/৩/২০২৫

## প্রবাদপুরুষ

দুই দিনের যোগী ওরা ভাতেরে বলে অন্ন  
প্রবাদপুরুষ শেখ মুজিবকে বলে অতি নগণ্য।  
কি জানে ওরা? কি প্রেক্ষাপটে  
তিনি স্বাধীনতা এনেছিলেন কত সংগ্রাম করে।  
আজ ওরা ভুলে যায় কি বীভৎস ছিল দিনগুলো  
ফুলের বুকে লেগে থাকা হায়েনার দন্তচিহ্নগুলো।  
শুধু পাকিস্তান নয়, সমস্ত পশ্চিমা শক্তিগুলো  
আমাদের স্বাধীনতাবিরোধী ছিল।  
পরাজিত আমেরিকা পাঠিয়েছিল সপ্তম নৌবহর  
বাংলার মাটিতে প্রবাহিত করবে রক্তের লাল নহর।  
তাদের ঠেকাতে ভারত, রাশিয়া ছিল বদ্ধপরিকর  
সর্বশক্তি নিয়ে তারা হয়েছিল অগ্রসর।  
মুক্তিসেনাদের রক্তে সেদিন বাংলা ভেসেছিল  
আপামর জনগণ সে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।  
যদি আরেকটা দিন দেরি হত আমাদের বিজয়ের  
আমেরিকার সৈন্য এসে উঠাত নিশান পরাজয়ের।  
সেইদিন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ খুবই সন্নিকটে ছিল  
অসম্ভবকে সম্ভব করে আমাদের স্বাধীনতা এলো।

ডাবলিন, ২০/৩/২০২৫

## প্রকৃতি

শীলারূপের ঝনঝন শব্দে  
প্রত্যুষে আমার ঘুম গেল ভেঙে।  
ভেবেছিলাম সূর্য আপন বৈভবে  
আজি দিগন্তে আবির্ভূত হবে।  
হায় আমার ভাবনায় কি আসে যায়  
প্রকৃতি আপন খেলায় রং বদলায়।  
গতকাল ছিল আলো ঝলমল  
আজ আকাশ ছেয়েছে মেঘের আঁচল।  
গতকাল প্রকৃতি পড়েছিল উষ্ণতার শাড়ি  
আজ সে ম্রিয়মাণ হিমশীতল নারী।  
তাই বলে মন বেশিক্ষণ দুঃখ পায়নি  
শীলার সুরের আশ্বাদ নিতে কার্পণ্য করেনি।  
ছোটো-বড়ো শীলা পড়ছিল জানালায়  
দমকা বাতাসে চকিতে তারা উড়ে যায়।  
প্রকৃতির সব রূপ মহাসৌন্দর্যে ভরা  
একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে যদি যায় তাকে ধরা।

ডাবলিন, ১৫/৩/২০২৫

## ক্রোমোজোম

বাবা মায়ের বৈশিষ্ট্য সন্তানে আসে কেমনে  
বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন সক্রিয় ছিলেন এ রহস্য উন্মোচনে।  
অতঃপর আবিষ্কার হলো ক্রোমোজোমের  
ক্রোমোজোমই নির্ধারণ করে সকল বৈশিষ্ট্যের।  
ক্রোমোজোমের অভ্যন্তরে ডিএনএ থাকে  
ডিএনএর নির্দেশনায় জীব আপন ছবি আঁকে।  
ডিএনএর পরে বিজ্ঞানে নতুন প্রশ্ন এলো  
আমাদের স্মৃতি মস্তিষ্কে কেমনে বিরাজে বল?  
কি কি পরিবর্তন মস্তিষ্কের নিউরোনে হয়  
কেমনে সময় গড়ালেও স্মৃতি জাগ্রত রয়?  
কেমন করে কিছু স্মৃতি অচিরেই হারায়  
কিছু স্মৃতি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুমুখে এসে দাঁড়ায়।  
স্মৃতির ব্যবস্থাপনায় স্বপ্নের ভূমিকা থাকে  
স্মৃতি রোমন্থন স্মৃতিকে অক্ষত রাখে।  
স্মৃতি কি শুধু নিউরোনের স্থিতি না-কি অতিপারমাণবিক হবে?  
মরণের পরেও স্মৃতি অল্লান রবে।  
এরহস্য শেষ না হতেই আরেক রহস্য এলো  
মানব চৈতন্যবোধ বিজ্ঞানকে নাড়া দিলো।  
কেমন করে আমার আমিকে  
স্বতন্ত্র করি সারা মহাবিশ্ব থেকে?  
কথায়, কাজে ও চিন্তায় ছাপ রাখি  
আপন সত্তার বিমূর্ত ছবি।  
অনেক বিতর্ক হচ্ছে, হচ্ছে গবেষণা  
যাচ্ছে না পাওয়া এর কোনো কূলকিনারা।  
হতে পারে বিলিয়ন নিউরোনের সমন্বিত প্রকাশ  
হতে পারে অতিপারমাণবিক কোয়ান্টাম বিকাশ।

ডাবলিন, ৮/৩/২০২৫

## মহাঅরণ্য

মহাঅরণ্যের গভীরে ঘন অন্ধকার নামে  
হায়েনার চিৎকার কর্ণকুহরে এসে থামে।  
অবিরাম বৃষ্টি পড়ে পাতায় পাতায়  
দমকা হাওয়ার তোড়ে ডাল ভেঙে যায়।  
নেকড়ের গর্জনের প্রতিধ্বনি শুনি  
তবুও হৃদয়ে আশার বীজ বুনি।  
এক পাল শেয়াল গর্তের মুখে বসে  
গর্জনে তাদের চরাচর ভাসে।  
বানরের দল উঁচু শাল ডালে ঝুলে  
আমি কম কীসে বলে শোরগোল তোলে।  
শূকর নোংরা নর্দমা হতে উঠে  
ভাবে আমাকে খানিক চিৎকার করতে হয় বটে।  
বিষধর সাপ আড়ম্বরে ঐক্যেবঁকে চলে  
আমি সবার সেরা হিসহিস করে বলে।

ডাবলিন, ২৭/২/২০২৫

## ঝরাপাতা

ঝড়ের তাণ্ডবে দূরে  
বিশাল বৃক্ষ ভেঙে পড়ে  
অবিরাম বৃষ্টি ঝরে  
একা বিহঙ্গ ভয়ে মরে ।  
আকাশ জুড়ে মেঘের মেলা  
জলকণা করছে খেলা  
চকিতে মেঘের ফাঁকে  
বলিষ্ঠ বজ্র হাকে ।  
ঝরাপাতা উড়ে যায়  
ছোট নদী বেগে ধায়  
কাননে কুসুম ফুটে  
বীণার তারে সুর উঠে ।  
দিগন্তে আঁধার নামে  
চোখ পড়ে নীল খামে  
স্মৃতির সোনালি পাতায়  
অজান্তে হৃদয় হারায় ।  
সাগরের বিশাল বুকে  
ঢেউ জাগে কি সুখে?  
আনন্দে মাতাল হয়ে  
পাহাড়ে আছড়ে পড়ে ।  
বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরে  
গবাদিরা বিচরণ করে  
ঝড়ের হুকার শুনে  
ছুটে আপনগৃহ পানে ।

ডাবলিন, ২৪/২/২০২৫

## স্বপন তরি

আমার স্বপনের তরি  
ডুবিল হায় আমি কি করি  
স্রোতের টানে, হারাই দূরে  
প্রভু আমি ভয়ে যে মরি ।  
আমার নীল আকাশে  
ঘন কালো মেঘ ছেয়েছে  
প্রখর রবি অস্ত গিয়েছে  
আলোর ভুবন হারিয়ে গিয়েছে ।  
কি এক ঝড় এসে  
ভাঙিল ঘর এক নিমেষে  
আশার খড়ে আগুন ধরে  
বিরহব্যথায় বকুল ঝরে ।

ডাবলিন, ১৪/২/২০২৫

## নির্ঘুম রাত

নির্ঘুম রাতের অন্ধকারে  
আমি একা বসে ফুলবনে  
জোনাকিরা উড়ে বেড়ায়।  
প্রিয় হারিয়ে বিষণ্ণ মনে  
সরোবরে নির্জনে  
রাজহংসী সাঁতরে যায়।  
রাত জেগে চাতক পাখি  
বনে করে ডাকাডাকি  
চাতকিরে যদি ফিরে পায়।  
একঝাঁক শিয়াল মিলে  
বাঁশবনে চিৎকার করে  
বুঝি কোনো বিবাদ মিটায়।  
শিমুল ডালে বসে  
রাতের আহার শেষে  
শালিক রাত্রিন্দিয়া যায়।  
আমায় সঙ্গ দিয়ে  
বুকে বিরহব্যথা নিয়ে  
দোলনচাঁপা দোলে যায়।  
নিস্তব্ধতা ভেঙে সরু নদী  
ছুটে চলে নিরবদি  
সাগর সংগমের আশায়।

ডাবলিন, ১২/২/২০২৫

## শাশ্বত সুন্দর

অনাদি কালের মৃদু আলোয়  
খুঁজে বেড়াই শাশ্বত সুন্দরকে।  
আলো-আঁধারির মাঝে হেরি  
তার মৃদু হাসি, অস্পষ্ট মুখচ্ছবি।  
ঝরনাধারার চলার ছন্দে  
তার নূপুর রিনিঝিনি বাজে।  
দূর পাহাড়ের চূড়ায়  
কুয়াশা ঢাকা রহস্যময়তায়  
বজ্রপাতের মতো তার চোখ ঝলকে উঠে।  
বৃষ্টির মতো অঝোর ধারায়  
তার রূপরাশি আমায় ভিজিয়ে দিয়ে যায়।  
আমি ঝরাপাতা হয়ে  
উড়ে যেতে চাই তার পায়ে পায়ে।  
আমি শুধু তারে দেখতে চাই  
আমার করে পেতে চাই না।  
এ মহাপ্লাবন আমার ক্ষুদ্র কুটির  
ভেঙে করবে চৌচির।  
তার উপস্থিতির বর্ণচ্ছটা  
দিগন্তের ক্যানভাসে গোধূলির ছবি আঁকে।  
পলাশ শিমুলের সমারোহ ঘটায়  
সরু পথের বাঁকে।  
আমি জানিনা সে মানবী না-কি অঙ্গরী  
সে কি সত্য না-কি আমার কল্পনার নারী।

ডাবলিন, ১১/২/২০২৫

## আত্মঅহংকার

নীলে রূপান্তরিত হলো সাদা পদ্ম  
বিষাক্ত সাপের কামড়ে ।  
যে সাপ আশ্রিত ছিল পদ্মপাতার আড়ালে ।  
একটা একটা করে তার পাপড়ি ঝরে পড়ে  
চেউয়ের আঘাতে ফুলের শিকড় নড়বড়ে ।  
দুঃসময়ে ফুল আপন সজীবতা হারায়  
চিরমুগ্ধ ভ্রমর তাই দূরে সরে যায় ।  
যে চোখ একদা তাকাত পলক না ফেলে  
সে চোখে আজ সগৌরবে অন্য স্বপ্ন খেলে ।  
আত্মঅহংকারের পক্ষে পদ্ম নিমজ্জিত ছিল  
এহেন অধঃপতন তার বুঝি পাওনা ছিল ।  
চিরদিন কভু কারো সমান নাহি যায়  
সময় হারিয়ে ফুল করে হায় হায়!  
এক পদ্ম ঝরে গেলে সরোবরের কি যায় আসে?  
আরেক পদ্ম তার নিচে সংগোপনে হাসে ।

ডাবলিন, ৯/২/২০২৫

## অন্তর্দহন

আগুন এসে দহন কর মোরে  
তাতে যদি অন্তর্দহন কিছুটা কমে ।  
আগুন তোমার আলোয়  
আলোকিত কর আমার অন্ধকার  
গহিন অন্ধকারে মন করে চিৎকার ।  
তোমার পরম উত্তাপে  
শানিত কর মোরে, জড়তা কর বাষ্পায়িত  
অসুর চিন্তে আন কিঞ্চিৎ হিত ।  
হিমবাহের শৈত্যের কবলে  
আচ্ছাদিত, নিথর হৃদস্পন্দন  
আমার ক্রোধের দৈত্য  
তোমার ক্রোধাণলে কর হনন ।  
আমি বুঝতে পারি লোকে  
কেন আগুনের পূজা করে ।  
আগুন তুমি পরশমণি  
সভ্যতার দ্বার খুলেছ  
তোমার তপ্ত আঘাত হানি ।

ডাবলিন, ২/২/২০২৫

## মায়াবী নয়ন

মুয়াজ্জিনের আজান শুনে  
পৌষের শীতল প্রত্যুষে  
প্রভু তোমার কথা মনে করে  
যাচ্ছিলাম মসজিদের পানে।  
পশ্চিমধ্যে পুকুরপাড়ে  
চকিতে চাহিলাম মনের ভুলে  
কুয়াশার কুহেলিকা ভেদ করে  
হরিণীর মায়াবী নয়ন পানে।  
যেন অন্ধরে চাঁদ উঠেছে  
যেন পদ্ম সদ্য ফুটেছে।  
শান্ত সরোবরে উঠিল ঝড়  
প্রবল বেগে নামে নির্ঝর  
ঢেউয়ের তোড়ে তরি কাঁপে থরথর  
অশান্ত অনলে পুড়ে মৌন মুনিবর।  
সামলে নিয়ে মন মসজিদে যায়  
খোদার পায়ে মাথা ঠেকায়  
যতই টানি প্রাথনার পানে  
মন ছুটে যায় হিজল বনে।  
পাপিষ্ঠ নরাধম হয়ে  
শিরকের গুনাহ মাথায় নিয়ে  
সারা পথ শির নামিয়ে  
ফিরিলাম আপন ঘরে।  
প্রার্থনা করি করজোড়ে  
প্রভু, ক্ষমা করিও মোরে  
পার্থিব মনে অপার্থিব মায়া  
কেমনে ভুলিব স্বর্গের ছায়া।

ডাবলিন, ১/২/২০২৫

## অসুর

মস্তিস্কে যখন পোকা ধরে  
সতেজ নিউরন নেতিয়ে পড়ে  
নিউরনের শাখায় বাসা বাঁধে  
অসুরের বীণায় সুর সাধে।  
অযুত কোটি ডিম পাড়ে  
অনায়াসে বংশ বাড়ে  
সবাই মিলে বর্জ্য ছাড়ে  
সাধুবৃত্তি লড়াই হারে  
চিন্তাশক্তি লোপ করে  
মনের চোখে ছানি পড়ে  
অন্ধকারে হাতড়ে মরে  
জল ভেবে অনল ধরে।  
এমন ভয়াল আঁধার দিনে  
মহাবিপদ জ্ঞান বিনে  
জ্ঞানের মশাল জ্বলে দিয়ে  
পোকা নিধন করতে হবে।

ডাবলিন, ২৭/১/২০২৫

## জ্ঞানের মালা

কেন জানলাম আমি কিছুই জানিনা  
কি করে সহিব বল, না জানার বেদনা ।  
অন্তরে সাধ জাগে যেন অনেক জানতে পারি  
মস্তিষ্ক অপারগ, আমি পরাজয় মানি ।  
যতই জানতে চাই, জ্ঞানের সীমানা বেড়ে যায়  
প্রতিনিয়ত ভাবি নিজেকে অশেষ অসহায় ।  
প্রশ্ন জাগে মনে, বিধাতা কেন মোরে  
গড়িল এত ক্ষুদ্র করে ।  
যেন বানালো আমায় চোর করে  
সমুখে রাখিল হীরা জহরত ভরে  
আমি শুধু মলিন নয়নে  
আক্ষেপে তাকাই তাদের পানে ।  
প্রতি মুহূর্ত কাটাই একটা ছিদ্র অশেষণে  
যদি সুযোগ পাই, মালিক রেহাই নাই  
এক পলকে আমি, সিন্দুক করব খালি ।  
আর যদি দয়া করে, আমার হাত দাও ভরে  
জীবন সার্থক হবে, তব কৃপা মনে রবে ।  
জ্ঞানের মালা গলে পড়ে, নিশ্চিন্তে যাব মরে  
অন্তহীন যাত্রা পথে, চড়ব জ্ঞানের রথে  
জ্ঞানকে করব সখী আমার, বিশ্বস্ত কাভার ।

ডাবলিন, ২৪/১/২০২৫

## ভুল

আমি মরেছি  
হায় হেরেছি!  
আমার সর্বনাশ  
আমি এনেছি ।  
বল কি অপরাধে  
দোষী করেছ মোরে  
আমি কি করেছি?  
শুধু প্রেমে পড়েছি ।  
চোখে চোখ রেখেছি  
নিজেকে হারিয়েছি  
আমার কি যে হলো  
আমি ভুল করেছি ।  
আকাশে উড়েছি  
আমি স্বপন দেখেছি  
পুড়ব জেনেও  
অনলে নেমেছি ।  
আমি মরেছি  
হায় হেরেছি ।  
আমার সর্বনাশ  
আমি এনেছি ।

ডাবলিন, ২৪/১/২০২৫

## ভাঙা তরি

উত্তাল সাগরে নেমেছি  
নিয়ে ভাঙা তরী  
তরি প্রায় ডুবে যায়  
আমি কি করি?  
অজস্র ছিদ্র হেরি  
মোর তরির বুকে  
যতই বন্ধ করি  
আরও পানি ঢুকে।  
তরি মোর বেয়ারা  
কথা নাহি শুনে  
যতই হাল ধরি  
চলে আপনমনে।  
ভালো হোক মন্দ হোক  
একটাই তরি  
ভয়াল সাগরে তারে  
তাই আঁকড়ে ধরি।  
বাইরে থেকে ভুল করে  
ভাবি অন্য তরি  
সোনায়ে মোড়ানো তাই  
আমি হিংসায় মরি।  
আসলে সবাই আমরা  
একই পথের রাহি  
একই তরী সম্বল সবার  
একই ভারবাহী।

ডাবলিন, ১৭/১/২০২৫

## পিপাসার্ত চাতক

বৃষ্টি তোমাকে কেন এত ভালো লাগে  
তোমাকে দেখে মনে তৃষ্ণা আরও জাগে  
স্বপনের ভুবন সাজে বর্ণিল রাগে  
এমন অভিনব অনুভূতি হয়নি আগে।  
বৃষ্টির শব্দে হৃদয়বীণায় সুর উঠে  
তিন তালে তমাল তলে ময়ূরী নাচে  
পড়াশুনা ফেলে তব পানে পরান ছুটে  
যেন পিপাসার্ত চাতক কফোঁটা জল যাচে।  
বৃষ্টির পরশে বাসনার চারা বড়ো হয়  
প্রবল বাড় হয়ে সংযমকে করে ক্ষয়  
বৃষ্টির অপার্থিব রূপ কভু ভুলিবার নয়  
বৃষ্টির আগুনে যেন পুড়ছে হৃদয়।  
বৃষ্টির মোহন মায়ায় তন্দ্রা আসে  
বন্ধ চোখে সন্ধ্যামালতির মুখ ভাসে  
রাজহংস পাখা মেলে পরম আশ্বাসে  
প্রিয় তুমি বাস কর আমার নিঃশ্বাসে।

ডাবলিন, ১২/১/২০২৫

## মন

মাধবীলতায় ফুল ফুটেছে  
হাজার ভ্রমর কেন জুটেছে?  
সাগরের বুকে জোয়ার এসেছে  
ব্যাকুল নদী কেন ছুটেছে?  
মুঘলধারে বৃষ্টি পড়েছে  
কি আনন্দে ময়ূর নেচেছে?  
আকাশ জুড়ে চাঁদ হেসেছে  
চকোর কেন পাগল হয়েছে?  
বহর ঘুরে ফাগুন এসেছে  
কি আবেশে পলাশ ফুটেছে?  
হঠাৎ করে ঝড় উঠেছে  
কেন আমার মন ভেঙেছে?  
পাতায় পাতায় রং লেগেছে  
কীসের তরে বন জেগেছে?  
সাঁঝের বেলা সূর্য ডুবেছে  
আকাশ কেন লাল হয়েছে?  
বাতাস বুঝি প্রেমে পড়েছে  
তাই বলে কি ঢেউ মেতেছে?

ডাবলিন, ৪/১/২০২৫

## বিধির লিখন

একি অনন্ত অসীমে যাই হারিয়ে  
দুয়ারে প্রকট শূন্যতা ঠায় দাঁড়িয়ে।  
একে একে সব গুণীজন গিয়েছে চলে  
আতঙ্কিত প্রাণকে কি করে রাখি আগলে।  
হায় বিধির লিখন মুছা যায় না  
মন তবু করে হাজার বায়না।  
জীবন জুড়ে শুধু জটিলতা  
পথ রুখে দাড়ায় নানা অপারগতা।  
স্বপ্ন দেখি আমি নিজের মতো করে  
একশো একটা ঝড় এসে ভেঙে চুরমার করে।  
আশার আলো নিয়ে আবার চলতে শুরু করি  
একটা খুঁটি ভেঙে গেলে আরেকটা খুঁটি ধরি।  
কতবার ভাঙবে বল বিধি আমারে  
নতুন কুঁড়ি হয়ে আমি আসব ফিরে।  
যতই দাও না কেন দুঃখ বেদনা  
আমি আমার পথ হতে সরে যাব না।  
আমার মাটির দেহ ভঙ্গুর হতে পারে  
আমার সংকল্প কভু নাহি হারে।  
অনির্বাণ শিখা হয়ে জ্বলে হৃদয়ে  
কবিতার শব্দ হয়ে প্রকাশে নির্ভয়ে।

ডাবলিন, ২/১/২০২৫

## মেঘ

মেঘেরা আকাশে এলোমেলো উড়ে  
মনের আনন্দে তারা ছুটে সুদূরে ।  
নিচের মেঘেরা দ্রুতবেগে ছুটে  
উপরের মেঘেরা ধীর লয়ে চলে ।  
কোনো কোনো মেঘেরা সাগরের ঢেউ তোলে  
অন্য মেঘেরা মিলে বিশাল পর্বতমালা গড়ে ।  
একটা মেঘ এসে যেন চুপিসারে  
আরেকটা মেঘের উপর হঠাৎ আছড়ে পড়ে ।  
মেঘে মেঘে খায় যেন তুমুল গড়াগড়ি  
মেঘমালা বৃষ্টি আনে আপন আঁচল ভরি ।  
হরেক রকমের মেঘে আকাশ ভরা থাকে  
সূর্য মহাশয় উঁকি মারে তাহাদেরই ফাঁকে ।  
সূর্যের কিরণ দিয়ে মেঘ রংধনু বানায়  
সাদা আলো ভেঙে সে শক্তিমত্তা জানায় ।  
মেঘে মেঘে সংঘর্ষে কোথাও বিজলি চমকে  
মেঘের ছন্দে নীল ময়ূরী নাচে ঠমকে ঠমকে ।  
বৃষ্টির প্রতীক্ষায় বালিকা বাতায়নে চোখ রাখে  
মেঘের গর্জনে জোয়ার আসে শান্ত নদীর বাঁকে ।

ডাবলিন, ৩০/১২/২০২৪

## অভিসার

মেঘলা রাতে, মেঘের সাথে  
মন যেতে চায় দূরে ।  
তোমার সাথে, বন পথে  
হৃদয় হারায় অভিসারে ।  
মেঘের গর্জন বাজে কানে  
মনের কথা মন জানে ।  
বকুল ঝরে পড়ে  
তোমার কোমল পায়ে ।  
শিউলি মালা গলে  
চিবুকে বিজলি জ্বলে ।  
দেহের উপত্যকা বেয়ে  
যমুনা নীরবে বহে ।  
চোখের ইশারায়  
প্রেম উলকা ধায় ।  
বৃষ্টির নরম সুরে  
অলি আকাশে উড়ে ।  
শাড়ির নীল আবরণে  
হোমশিখা চাপা পড়ে ।

ডাবলিন, ২৭/১২/২০২৪

## মৃত্যু

মৃত্যুর পরোয়া আমি করি না  
জীবন-মৃত্যু একই ডোরে বাঁধা।  
জীবনের আছে অনেক অপারগতা  
মৃত্যু খুলে দেবে অসীমের দরজা।  
মৃত্যু আমায় নিয়ে যাবে মহাকালের সীমানায়  
মহাশূন্যের শেষ প্রান্তে গড়বে সোনার প্রাসাদ।  
মৃত্যু সে তো জীবনের শেষ নয়  
মৃত্যুতে মৃত্যুর হবে চিরলয়।  
মৃত্যু এনে দেবে বৈচিত্র্যে ভরা জাদুর জীবন  
অনন্তযৌবন, জড়া ও ক্ষয় হতে মুক্তি।  
মৃত্যুর অলৌকিক বাহনে চড়ে  
উদিত হব যুগপৎ বহুস্থানে  
চোখের পলকেই চষে বেড়াবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।  
সৃষ্টির নানা রহস্য একে একে  
উন্মোচিত হবে চোখের সামনে।  
শুধু একটাই শিক্ষা জাগে মনে  
আমি চলে গেলে আমার সন্তানের কি হবে।

ডাবলিন, ২৪/১২/২০২৪

## স্বাধীনতা

স্বাধীনতা কোনো পতিত জমির দুর্বাঘাস নয়  
যে মন চাইলেই কেটে ফেললাম।  
স্বাধীনতা কোনো মাটির পুতুল নয়  
যে রেগে গিয়ে ভেঙে ফেললাম।  
অনেক ত্যাগের বিনিময়ে পেয়েছি আমরা  
আমাদের সোনালি স্বাধীনতা।  
স্বাধীনতা কোনো ব্যক্তির নয়, নয় কোনো দলের  
স্বাধীনতা আমাদের সবার, আপামর জনগণের।  
স্বাধীনতা কোনো ক্ষুদ্র নুড়ি পাথর নয়  
যে খেলা শেষ হলে ছুড়ে ফেললাম।  
স্বাধীনতা এক অমূল্য রতন, সম্ভাবনায় ভরা  
স্বাধীনতা গড়ে স্বপ্নের মহাসড়ক, আকাজক্ষার সুউচ্চ চূড়া।  
স্বাধীনতা আসে, যখন সবাই মিলে একসুরে গাহে  
মরণ নিশ্চিত জেনেও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।  
স্বাধীনতা বাঁধে সব মানুষেরে একতার বন্ধনে  
স্বাধীনতা বাস করে সবার হৃদয় স্পন্দনে।  
স্বাধীনতা ভুলে যদি দূরে সরে যাও  
জেনে রাখ নিশ্চিত করে, সব আশা হবে উধাও।

ডাবলিন, ১৭/১২/২০২৪

## ধ্রুবতারা

কেন মনে হচ্ছে আমি তোমায় কোথাও দেখেছি  
মনে হচ্ছে তোমার সাথে দীর্ঘ পথ হেঁটেছি।  
অনাদিকাল হতে তোমায় আমি চিনেছি  
মহাসমুদ্রের গভীরতায় তোমায় জেনেছি।  
মনে হচ্ছে দুজনের মাঝে নেই কোনো ব্যবধান  
হৃদয়ের অনুভূতি বিস্তারিত হচ্ছে আগ্নেয়গিরি সমান।  
মনে হচ্ছে তুমি আমার পাশে ছিলে ধ্রুবতারা হয়ে  
মনের গহিনে বয়ে গিয়েছ সদা মন্দাকিনী হয়ে।  
মনে হচ্ছে সেই সুন্দর হিজল তমালের বনে  
কত রাত অভিসারে গিয়েছি এই তোমার সনে।

ডাবলিন, ১২/১২/২০২৪

## রূপান্তর

মহাপ্রভুর চোখে আমি  
আর আমার চোখে মাটি  
আদৌ পার্থক্য আছে কি?  
আমি মাটি দিয়ে পুতুল বানাই  
যখন ইচ্ছা গড়ি, যখন ইচ্ছা ভাঙি  
চারপাশের জড় জগৎকে  
ইচ্ছামতো ব্যবহার করি  
একরূপ হতে অন্যরূপে নিয়ে যাই  
এমনকি জীবকেও ছাড়ি না।  
মহাপ্রভু তাই আমায় ভাঙেন  
আবার গড়েন, রূপান্তর করেন।  
এতে কোনো নির্মমতা নেই  
আছে আমার বিভ্রম।  
ক্ষণিক অনুপস্থিতি হেতু ব্যথার অনুভূতি।

ডাবলিন, ২৬/১১/২০২৪

## কবরী

কালের ধারা বয়ে চলে  
কানে কানে কথা বলে  
কানন ভরা নানা ফুলে  
কবির হৃদয় উঠে দোলে ।  
কোকিল কালো পাখা মেলে  
করণ সুরে গেয়ে চলে  
কালো মেয়ে জলে চলে  
কবরীতে তারা জ্বলে  
কনক কাঁকন হাতে পড়ে  
কলস কাঁখে ভরদুপুরে  
করবী নূপুর পায়ে বাজে  
কেশের রঙে আকাশ সাজে  
কামনারই জোয়ার আসে  
কুলের বুকে যায় মিশে ।

ডাবলিন, ১৫/১২/২০২৪

## আঁধার

ঝিরিঝিরি পাতা ঝরে  
ঝরে পড়ে হাওয়ায় উড়ে  
উড়ে উড়ে জলে পড়ে  
জলের স্রোতে ভেসে চলে  
চলার পথে বন্ধু মিলে  
মিলন সুখে হৃদয় দোলে  
দোলে দোলে উঠে গেয়ে  
গেয়ে দোলে যায় দূরে  
দূরে ঘন আঁধার নামে  
আঁধারের অন্তরালে  
অন্ত আসে চলার পথে  
পথের স্মৃতি পিছনে রেখে ।

ডাবলিন, ১৩/১১/২০২৪

## পূর্ণশশী

নিশিথে এসো প্রিয় মম নীপোবনে  
নয়নে নয়ন রেখে, কহিব কথা তব সনে।  
তুমি নীরবে এসে, ফুলগালিচায় বসিও সযতনে  
দলিও মোর ঝরা পাতা তব রাঙা চরণে।  
রাখিও ঢেকে রূপমাধুরী নীল আভরণে  
বিদায় নেবে পূর্ণশশী তব আগমনে।  
ব্যাকুল হবে প্রাণ মোর সেই মধুক্ষণে  
হৃদয় মোর দধ্ব হবে তব অগ্নিবানে।  
পতঙ্গের মতো ছুটে যাবে তব আঁখিপানে  
যদি না আসো, মন মরিবে অভিমানে।  
কালো কেশ উড়িয়ে দিও মৃদু সমীরণে  
বাসনা পূর্ণ হবে না মোর শুধু এক জীবনে।  
অনাবিল আভা হেরি তব অপার্থিব বদনে  
মহাকালের অন্ত পর্যন্ত থাকিতে চাই তব আলিঙ্গনে।  
আন অরণ্য কিরণ তব অনন্য আননে  
আজি যজ্ঞ হোক তোমার ভিখারি হননে।

ডাবলিন, ১১/১১/২০২৪

## অগাধ অমাবস্যা

এন্টার্কটিকার বিস্তীর্ণ বরফের মতো জমাটবাঁধা কষ্ট নিয়ে  
আমি একা হেঁটে চলছি নিস্তদ্ধ রাত্রির তিমিরে  
তোমার শীতলতায় আমার শরীরের প্রতিটি পরমাণু স্থবির হয়ে গিয়েছে  
হৃদয়ের স্পন্দন এখন কর্ণকুহরে এসে পৌছায়না।  
সেই যে কবে এলো অগাধ অমাবস্যা  
অসীম ঘন ঘোর মেঘের আধিপত্য  
দিগন্ত আলোকিত করে ভোরের সূর্য এলো না  
ভয়ানক দুঃস্বপ্ন বুঝি আর পিছু ছাড়লো না।  
হৃদয়ের উর্বরতায় অনুরাগের যে চারা রোপণ করেছিলাম  
তোমার অবহেলায় অঙ্কুরেই সে বিনষ্ট হলো।  
একদা স্বপ্নের তাড়বে আমার ঘুম আসতো না  
আজ সেথায় শুধুই স্বপ্নহীন নির্ঘুম কালো রাত।  
প্রতিটি মুহূর্ত আক্ষেপে ভরা, যেন তৃষ্ণার্ত চাতক  
তোমার সোনারতরিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে দুর্গম দ্বীপে  
শুধু ভুল বুঝাবুঝি আর অহংবোধ গড়েছে সুউচ্চ প্রাচীর।

ডাবলিন, ৫/১১/২০২৪

## অনু কবিতা

( ১ )

মনের মন্দিরে ঘন আঁধার এলে  
তুমি এসো আপন আলো জ্বেলে  
তোমার মোহন মায়ার তরণ্য তাড়নায়  
আমার মেঘের ভেলা দিক ফিরে পায় ।

( ২ )

শীতের সকালে সোনারা রোদে  
শান্ত সরোবর তীরে শিউলি বনে  
শিশিরসিক্ত রিক্ত পায়ে  
গগনবিদারী মাধুরী লয়ে  
আকাশে এলো চুল উড়িয়ে দিয়ে  
হংস শাবকের মতো হেলেদুলে  
তুমি নীরবে এসো প্রিয় অভিসারে  
মম মনের অলিন্দে  
স্বর্গের মন্দাকিনী হয়ে ।

( ৩ )

স্বপ্নের ভুবনে হারিয়ে যাই  
মহাআনন্দে গড়াগড়ি খাই  
জীবনে আমার ক্লেশ নাই  
প্রকৃতি হতে উদ্দীপনা পাই ।

( ৪ )

দিনের পর দিন যতন করে,  
প্রতীক্ষায় থাকি তোমায় দেখব বলে ।  
তুমি যখন আসো, দিগন্ত আলোকিত করে  
অন্তহীন আনন্দে আমার হৃদয় যায় ভরে ।

( ৫ )

ভ্রমরের সাথে তোমার এত কি কথা?  
শুধু আমার সাথেই তোমার অন্তহীন নীরবতা ।  
এ অন্যায় প্রকৃতি সহিবে না  
এত অপরাধ তুমি চিরকাল থাকিবে না ।